ওয়াজ শিক্ষা

ষষ্ঠ ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাহিখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহসুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুকাছছির, মুছান্নিফ, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার প্রেস" হইতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মুদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

২৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

ষষ্ঠ ভাগ

প্রথম ওয়াজ

বেদয়াতিদিগের সংশ্রব ত্যাগ করা

(১) কোর-আন ছুরা আনয়াম, পারা—৭

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞

"অনন্তর তুমি স্মরণ করার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সহিত উপবেশন করিও না।"

তফছির আহমদী ৩৮৮ পৃষ্ঠা,—

وان القوم الظالمين يعم المبتدع و الفاسق و الكافر و

القعود مع كلهم ممتنع ☆

"অত্যাচারী সম্প্রদায় দ্বারা বেদয়াতি, ফাছেক ও কাফের বুঝা যায়, তাহাদের সকলের নিকট উপবেশন করা নিষিদ্ধ।।"

(২) কোর-আন ছুরান নাছ, পারা—৩০

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

"যে জ্বেন ও মানব জাতীয় কুমন্ত্রণাদায়ক খান্নাছ লোকদিগের বক্ষঃদেশে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, উহার উপকারিতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেবল জ্বেন শয়তান নামে অভিহিত নহে, বরং অসৎ পথ-প্রদর্শক মনুষ্যেরাও শয়তান নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

(৩) মেশকাত, ৪৬৫ পৃষ্ঠা, কিতাবুল ফেতন।

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَ حَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىَ الْاَوْثَانَ وَ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىُّ اللّٰهِ وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ ☆

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ (না) আমার উম্মতের কয়েক সম্প্রদায় মোশরেকদিগের সহিত মিলিত হয় এবং যতক্ষণ (না) আমার উম্মতের কয়েক সম্প্রদায় প্রতিমা সমূহের পূজা করে, ততক্ষণ কেয়ামত উপস্থিত হইবে না। নিশ্চয় অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্রত মিথ্যাবাদী হইবে— তাহাদের প্রত্যেকে দাবি করিবে যে, নিশ্চয় সে খোদার নবী, অথচ আমি নবিগণের শেষ, আমার পরে কোন নবী হইবে না। সর্ব্বদা আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সত্যের উপর প্রবল থাকিবে, যতক্ষণ

না খোদার আদেশ উপস্থিত হইবে, যে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না।"— আবুদাউদ ও তেরমেজি।

পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাহেব নবুয়তের দাবি করিয়া বেদয়াত প্রচারক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়াছেন।

(৪) মেশকাত, ৪৬৩ পৃষ্ঠা,—কিতাবুল ফেতন।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ وَ اللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلٰثَمِائَةٍ فَصَاعِدًا اِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاِسْمِهٖ وَ اِسْمِ اَبِيْهِ وَ اِسْمِ قَبِيْلَتِهٖ ☆

"হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদার রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) দুনইয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফাছাদ-কারীর বর্ণনা করিয়াছেন—যাহার অনুসরণকারিদিগের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবে, কিন্তু নিশ্চই তিনি আমাদের নিকট তাহার নাম, তাহার পিতার নাম ও তাহার সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।"—আবুদাউদ।

(৫) মেশকাত, ৪৬১ পৃষ্ঠা,—কিতাবুল ফেতন।

اَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْذَرُوْهُمْ

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় কেয়ামতের পূর্ব্বে কতকগুলি মিথ্যাবাদী হইবে, তোমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে সাবধান থাক।"

— মোছলেম।

(৬) মেশকাত, ৪৫৪ পৃষ্ঠা,—

يَكُوْنُ بَعْدِيْ اَيِمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَ لَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَ سَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيٰطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমার পরে কতকগুলি নেতা হইবে, তাহারা আমার সত্য পথে চলিবে না এবং আমার রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না। অচিরে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক হইবে —তাহাদের অন্তর শয়তানদিগের অন্তর, মানব আকৃতিতে হইবে।" — মোছলেম।

(৭) ছহিহ মোছলেম,—

اِنَّ فِى الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً اَوْ ثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوْشِكُ اَنْ تَخْرُجَ قُرْبَ الْقِيٰمَةِ فَتَقْرَاُ عَلَى النَّاسِ قُرْاٰنًا ☆

"নিশ্চয় সমূদ্রে কতকগুলি শয়তান আবদ্ধ রহিয়াছে, (হজরত) ছোলায়মান (আঃ) উহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অচিরে কেয়ামতের নিকট উহারা বহির্গত হইবে, তৎপরে লোকদিগের নিকট কোর-আন পড়িবে।"—ছহিহ মোছলেম।

(৮) উক্ত কেতাব,—

يَكُوْنَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"শেষ যুগে কতকগুলি প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে — তাহারা এরূপ বাক্যাবলী তোমাদের নিকট আনয়ন করিবে—যাহা তোমরা শ্রবণ কর নাই এবং তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ (শ্রবণ করেন নাই), তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে তোমাদের নিকট স্থান দিও না, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে ও ফাছাদে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

(৯) উক্ত কেতাব,—

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاْتِىْ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَه' وَ لَا اَدْرِىْ مَا اسْمُه' يُحَدِّثُ ☆

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন,—

"নিশ্চয়ই শয়তান মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়া কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা প্রকাশ করিবে। তৎপরে লোকেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহাদের মধ্যে একজন লোক বলিবে, আমি এরূপ একজন লোককে হাদিছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি—যাহার চেহারা জানি, কিন্তু তাহার নাম জানি না।"

(১০) মেশকাত, ৪৬৪ পৃষ্ঠা,—

يَقُوْلُ مَا بَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ ☆

"হজরত বলিতেছিলেন, (হজরত) আদম (আঃ) এর সৃষ্টি হইতে কেয়ামত উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত দাজ্জাল অপেক্ষা সমধিক ভীষণ কোন বিষয় নাই।"—মোছলেম।

(১১) উক্ত পৃষ্ঠা,—নিশ্চয় দাজ্জাল কানা, তাহার ডাহিন চক্ষু কানা, যেন তাহার চক্ষু আঙ্গুরের দানার ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়াছে।—বোখারি ও মোছলেম।

(১২) উক্ত পৃষ্ঠা,—হজরত বলিয়াছেন, যে কোন নবী ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, নিজে উম্মতকে কানা দাজ্জালের ভয় দেখাইয়াছেন, নিশ্চয় সে কানা, কিন্তু খোদা কানা নহেন, তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে কোফর শব্দ লিখিত থাকিবে।— বোখারী ও মোছলেম।

(১৩) উক্ত কেতাব, ৪৬৫ পৃষ্ঠা,—

হজরত বলিয়াছেন, দাজ্জালের সহিত বেহেশত ও দোজখের নমুনা থাকিবে, যেটাকে সে বেহেশত বলিবে, উহা অগ্নি হইবে। হজরত নুহ (আঃ) যেরূপ নিজের সম্প্রদায়কে উহার ভয় দেখাইছিলেন, সেইরূপ আমি তোমাদিগকে উহার ভয় দেখাইতেছি।

(১৪) উক্ত পৃষ্ঠা,—

হজরত বলিয়াছেন, দাজ্জাল বাহির হইবে, উহার সঙ্গে পানি ও অগ্নি থাকিবে, লোকেরা যাহা পানি ধারণা করিবে, উহা দাহন শক্তিসম্পন্ন অগ্নি হইবে, আর তাহারা যাহা অগ্নি ধারণা করিবে, উহা শীতল মিষ্ট পানি হইবে। যে কেহ উক্ত অগ্নি দেখিতে পাইবে, সে যেন উহাতে প্রবেশ করে; কেননা উহা শীতল মিষ্ট পানিতে পরিণত হইবে।— বোখারি ও মোছলেম।

(১৫) উক্ত কেতাব, ৪৬৫ পৃষ্ঠা,—

দাজ্জাল শাম ও এরাকের মধ্যস্থিত কোন পথে প্রকাশিত হইয়া চারিদিকে ফাছাদ করিতে থাকিবে, সে জমিনে ৪০ দিবস অবস্থিতি করিবে, প্রথম দিবস এক বৎসরের পরিমাণ হইবে, দ্বিতীয় দিবস এক মাসের পরিমাণ, তৃতীয় দিবস এক সপ্তাহের পরিমাণ এবং অবশিষ্ট দিবসগুলি অন্যান্য দিবসগুলির পরিমাণ হইবে।

সে ঝটিকা পরিচালিত মেঘের ন্যায় অতি দ্রুতগতিতে জমিতে ধাবিত হইবে। সে একদল লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বাতীল ধর্ম্মের দিকে আহ্বান করিবে, ইহাতে তাহারা তাহার প্রতি ইমান আনিবে। তখন দাজ্জালের আদেশে বারিপাত হইবে, ভূমি হইতে ফলকর তরুলতা উৎপন্ন হইবে। উষ্ট্র অধিক স্থূলাকার ও উষ্ট্রীকা সমধিক দুগ্ধবতী হইবে।

তৎপরে দাজ্জাল অন্য দলের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বাতীল দ্বীনের দিকে আহ্বান করিবে, ইহাতে তাহারা তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করিবে। যখন দাজ্জাল তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিবে, তখন তাহারা

রিক্ত হস্ত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইবে। দাজ্জাল উৎসন্ন স্থানে গমন করিয়া বলিবে, হে উৎসন্ন স্থান, তোমার মধ্যস্থিত ধনভাণ্ডার বাহির করিয়া দাও। তখন ধনভাণ্ডার সকল তাহার অনুসরণ করিতে থাকিবে।

অন্য রেওয়াএতে আছে,—

দাজ্জালের বাহির হওয়ার পূর্ব্বে তিন বৎসর এরূপ হইবে যে, প্রথম বৎসরে নিয়মিত বৃষ্টিপাত অপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টিপাত ও নিয়মিত ফলশস্য অপেক্ষা এক তৃতীয়ংশ কম ফলশস্য উৎপন্ন হইবে, দ্বিতীয় বৎসরে দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টিপাত কম হইবে, ঐ পরিমাণ ফলশস্য কম উৎপন্ন হইবে। তৃতীয় বৎসরে একেবারে বৃষ্টিপাত হইবে না এবং ফলশস্য উৎপন্ন হইবে না। সমস্ত চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তু বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

দাজ্জালের কঠিন ফাছাদ এই যে, সে একজন অজ্ঞ লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, যদি আমি তোমার মৃত উষ্ট্রগুলিকে জীবিত করিয়া দিতে পারি, তবে তুমি আমাকে তোমার প্রতিপালক খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কিনা? সেই ব্যক্তি বলিবে, হ্যাঁ, তখন জ্বেন শয়তানেরা তাহার সমধিক দুগ্ধবতী ও হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রীকাগুলির আকৃতিতে প্রকাশিত হইবে।

এক ব্যক্তির ভ্রাতা ও পিতা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল, দাজ্জাল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করিয়া দিতে পারি, তবে তুমি আমাকে তোমার প্রতিপালক খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কি ? সে বলিবে, হাঁ। তখন শয়তানেরা তাহার পিতা ও ভ্রাতার আকৃতিতে উপস্থিত হইবে। সেই সময় ইমানদারেরা তছবিহ ও তকবিছ দ্বারা জীবিত থাকিবে।

এক রেওয়াএতে আছে, দাজ্জাল খোরাছান হইতে বর্হিগত হইবে, তথাকার ৭০ সহস্র য়িহুদী তাহার অনুসরণ করিবে।

দাজ্জাল মদিনা শরিফের নিকটবর্ত্তী লবণাক্ত ভূমিতে অবতরণ করিবে, তাহার পক্ষে মদিনার পথ সমূহে প্রবেশ করা হারাম করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায় একজন শ্রেষ্ঠতম ইমানদার ব্যক্তি দাজ্জালের দিকে রওয়ানা হইয়া। তাহার সশস্ত্র সেনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। তাহারা বলিবে, তুমি কোথায় গমন করিতেছ ? তিনি বলিবেন, এই আগন্তুকের দিকে গমন করিতেছি। তাহারা বলিবে, তুমি কি আমাদের খোদার প্রতি ইমান আন না? তিনি বলিবেন, আমাদের খোদার চিহ্নিত অতি স্পষ্ট। তাহারা বলিবে, এই ব্যক্তিকে হত্যা কর। ইহাতে তাহাদের একজন বলিবে, আমাদের খোদা (দাজ্জাল), তাহার হুকুম ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করিতে কি নিষেধ করেন নাই? তখন তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে দাজ্জালের নিকট লইয়া যাইবে। তিনি তাহাকে দেখিবার মাত্র বলিবেন, হে লোকেরা, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছঃ) যে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এই ব্যক্তি সেই দাজ্জাল। ইহাতে দাজ্জাল তাঁহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া শয়ন করাইতে ও শিরঃচ্ছেদ করিতে আদেশ করিবে। অনুচরেরা তাহাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে। তখন দাজ্জাল বলিবে, তুমি কি আমার উপর ইমান আন না? তিনি বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। তৎশ্রবণে দাজ্জাল তাঁহার মস্তক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত করাত দ্বারা চিরিয়া দুইখণ্ড করিতে আদেশ করায় তাহাই করা হইবে। তৎপরে সে উক্ত দুইখণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়া বলিবে, তুমি জীবিত হইয়া দণ্ডায়মান হও। তৎক্ষণাৎ তিনি জীবিত হইয়া সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। দাজ্জাল বলিবে, তুমি আমার উপর ইমান আনিবে কি? তিনি বলিবেন, তোমার এই কার্য্যে তোমার মিথ্যাবাদী দাজ্জাল হওয়ার প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল। তৎপরে তিনি বলিবেন, হে লোকেরা, দাজ্জাল এইরূপ কার্য্য অন্য কাহারও সহিত করিতে সক্ষম হইবেনা। তখন দাজ্জাল তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া জবাহ করার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাঁহার গলদেশ তাম্রের ন্যায় হইয়া যাইবে, কাজেই তাঁহাকে জহব করিতে সক্ষম হইবে না। তখন দাজ্জাল তাঁহার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে লোকের ধারণায় উহা অগ্নি হইলেও তিনি

বেহেশতে নিক্ষিপ্ত হইবেন। হজরত বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি খোদার নিকট শ্রেষ্ঠতম শহিদ বলিয়া গণ্য হইবেন।

—ছহিহ মোছলেম।

এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালা হজরত ইছা বেনে মরয়েমকে প্রেরণ করিবেন, তিনি দুইখণ্ড জরদ রঙের বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতাগণ পালকের উপর হস্তদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক দেমাস্কের পূর্ব্বদিকস্থ শ্বেত মিনানার নিকট নাজেল হইবেন। তাঁহার মস্তক হইতে ঘর্ম্ম পতিত হইতে থাকিবে। তাঁহার দৃষ্টিপথ পর্য্যন্ত তাঁহার নিশ্বাস পৌছিতে থাকিবে, যে কোন কাফেরের উপর তাঁহার নিশ্বাস পতিত হইবে, সে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করিয়া লোদ্দ নামক দ্বারে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া হত্য করিবেন।—

তেরমেজি।

(১৬) উক্ত কেতাব, ৪৬৭ পৃষ্ঠা,—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তমিমে-দারি একজন খ্রীষ্টান ছিল, সে ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত মুছলমান হইয়াছেন এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে এরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছে—যাহা আমি তোমাদিগকে বলিতাম। সে ব্যক্তি ৩০ জন লোক সহ সামুদ্রিক নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল, সমুদ্রের তরঙ্গ তাহাদিগকে এক মাস যাবৎ গন্তব্য পথের বিপরীত দিকে লইয়া গেল, সন্ধ্যার সময় তাহারা একটী দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুদ্র নৌকায় উপবেশন করতঃ দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন একটী বহু লোমধারী পশু তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? সে বলিল, আমি একটী চর। তোমরা এই গৃজার মধ্যস্থিত ব্যক্তির নিকট গমন কর, কেননা সে তোমাদের সংবাদ জানিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া আছে।

আমরা একটী লোকেরকথা শ্রবণে ভীত হইলাম, যেহেতু সে মানব

আকৃতি শয়তান হইতে পারে। আমরা ত্রস্তভাবে গমন করিয়া গৃজাঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বিরাট আকৃতির একটী লোককে দেখিলাম—যাহার হস্ত স্কন্ধদেশের এবং জানুদ্বয় গোড়ালিদ্বয়ের সহিত লৌহ দ্বারা কঠিন ভাবে আবদ্ধ করা রহিয়াছে। আমরা বলিলাম, তুমি কে? সে বলিল, তোমরা আমার সংবাদ প্রদত্ত হইবে, কিন্তু তোমরা কাহারা, তাহার সংবাদ আমাকে প্রদান কর। আমরা নিজদিগকে আরবের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় উপস্থিত হওয়ার আদ্যোন্ত অবস্থা ব্যক্ত করিলাম। সে বলিল, বায়ছানের খোর্ম্মাবৃক্ষগুলি ফল প্রদান করে কিনা, তাহার সংবাদ আমাকে প্রদান কর। আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, ফল প্রদান করিতেছে। সে বলিল অচিরে উক্ত বৃক্ষগুলি নিস্ফল হইয়া যাইবে।

তৎপরে সে বলিল, তবরিয়া উপসাগরে পানি আছে কিনা ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, উহাতে বহু পানি আছে। সে বলিল, অচিরে উহার পানি শুষ্ক হইয়া যাইবে।

তৎপরে সে বলিল, জোগার নামক ঝরণাতে পানি আছে কিনা ? তথাকার অধিবাসিগণ উহার পানি দ্বারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে কিনা ? আমরা বলিলম, হ্যাঁ।

তৎপরে সে উম্মি সম্প্রদায়ের নবীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমরা বলিলাম, তিনি মক্কা শরিফ হইতে বর্হিগত হইয়া মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সে বলিল, আরবেরা তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে কিনা? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ। সে বলিল, তিনি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ?

আমরা বলিলাম, তিনি নিকটস্থ আরবদিগের উপর জয়যুক্ত হইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। সে বলিল, আরবদিগের পক্ষে তাঁহার আদেশ পালন করা কল্যাণ। আর আমি নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সংবাদ প্রদান করিতেছি যে, আমি মছিহ (দাজ্জাল),

অচিরে আমাকে বহির্গত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইবে। আমি বাহির হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া ৪০ দিবসের মধ্যে প্রত্যেক পল্লীতে প্রবেশ করিব। কেবল মক্কা ও তয়াবাতে (মদিনাতে) আমার প্রবেশ করা হারাম করা হইয়াছে। যে কোন সময় আমি উভয় স্থানের কোন এক স্থানে প্রবেশ করার ইচ্ছা করিব, একজন ফেরেশতা উলঙ্গ তরবারী সহ আমার সম্মুখে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বিতাড়িত করিবেন। উহার প্রত্যেক পথে কতকগুলি ফেরেশতা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। দাজ্জাল পূর্ব্বদেশে রহিয়াছে।— মোছলেম।

দাজ্জাল একটী শ্বেত গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিবে, উহার উভয় স্কন্দ দেশের দুরত্ব ৭০ বাঁও হইবে।

(১৭) এমাম রাব্বানি মকতুবাত শরিফের ১ম খণ্ডের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

একজন বোজর্গ শয়তানকে নিষ্কামাবস্থায় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কেয়ামত পর্য্যন্ত আদম সন্তানদিগকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে আত্মনিয়োগ করিবে, এখন তোমাকে নিষ্কাম অবস্থায় দেখিতেছি কেন ? সে বলিয়াছিল, এই জমানার কতক আলেম আমার কার্য্য করিতেছে, কুপথ প্রদর্শন করিতে তাহারাই যথেষ্ট।

(১৮) মাওলানা রুমি 'মছনবি' গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

(١) چون بسا ابلیس ادم روی هست

پس بهر دستی نشاید داد دست

(٢) ز انکه صیاد اورد بانگ صفیر

تا فریبد مرغ را ان مرغ گیر

(۳) بشنود ان مرغ بانگ جنس خوش

از هوا اید بیابد و نیش

(۴) حرف درویشان بدزدد مرد دون

تا بخواند بر سلیمی زان فسون

(১) যখন মনুষ্য আকৃতির বহু শয়তান আছে, তখন প্রত্যেক হস্তে হস্ত প্রদান করা (মুরিদ হওয়া) উচিৎ নহে।

(২) যেহেতু একজন শিকারী পক্ষীর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত শিকারী তদ্দ্বারা পক্ষীকে প্রতারিত করিতে পারে।

(৩) উক্ত পক্ষী নিজের সমশ্রেণীর শব্দ শ্রবণ করিয়া শূন্যমার্গ হইতে নামিয়া জাল ও কুমন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

(৪) নিকৃষ্ট মনুষ্য ফকিরদিগের কথাগুলি চুরি করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির উপর মন্ত্র ফুৎকার করে।

দ্বিতীয় ওয়াজ

গোরের আজাব

(১) তেরমেজি,—

عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ فَلَا تَبْكِىْ وَ تَبْكِىْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجٰى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَارَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَ الْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ ☆

(হজরত) ওছমান হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন তিনি কোন গোরের উপর দণ্ডায়মান হইতেন, রোদন করিতেন, এমন কি তিনি নিজের দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিতেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি বেহেশত ও দোজখের বর্ণনা করিয়া থাকেন, অথচ ক্রন্দন করেন না, কিন্তু এই কবরস্তানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন, (ইহার কারণ কি?) তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (হজরতের দুইটি হাদিছ শ্রবণে এইরূপ করিয়া থাকি)। প্রথম তিনি বলিয়াছেন, গোর আখেরাতের মঞ্জেল সমূহের মধ্যে প্রথম মঞ্জেল, যে ব্যক্তি উহার (শাস্তি) হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক মঞ্জেল তাহার পক্ষে সমধিক সহজ হইবে। আর যে ব্যক্তি উহা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত না পায়, তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক মঞ্জেল তাহার পক্ষে সমধিক কঠিন হইবে।

দ্বিতীয় উক্ত হজরত বলিয়াছেন, আমি যে কোন দৃশ্য পরিদর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে গোর সমধিক কঠিন (ভীষণ)।

আহমদের বর্ণনা,—

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوَفِّيَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَ سُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ ☆

"(হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত ছা'দ বেনে মোয়াজের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, যখন হজরত তাঁহার জানাজা পড়িলেন, তাঁহাকে গোরে স্থাপন করা হইল এবং তাঁহার উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করা হইল হজরত তছবিহ পড়িতে লাগিলেন, আমরাও বহুক্ষণ তছবিহ পড়িলাম। তৎপরে তিনি তকবির পড়িতে লাগিলেন, আমরাও তকবির পড়িলাম। লোকেরা বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ আপনি কেন তছবিহ, তৎপরে তকবির পড়িলেন, হজরত বলিলেন, নিশ্চয়ই এই নেক বান্দার উপর তাহার গোর সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছিল, এমন কি আল্লাহতায়ালা (ইহার বরকতে) তাঁহা হইতে উহা দূর করিয়া দিলেন।

(৩) নাছায়ির রেওয়াএত,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم هٰذَا الَّذِىْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَ فُتِحَتْ لَه' اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ شَهِدَه' سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই ব্যক্তির (হজরত ছা'দ বেনে মোয়াজের) জন্য আরশ বিকম্পিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্য আছমানের দ্বারগুলি উদঘাটন করা হইয়াছিল এবং তাঁহার জানাজায় ৭০ সহস্র ফেরেশতা উপস্থিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাঁহার উপর গোর সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছিল, তৎপরে তাঁহা হইতে উহা দুর করা হইয়াছিল।"

(৪) দারমির রেওয়াএত—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ تِسْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُه' وَ تَلْدَغُه' حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِّنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কাফেরের উপর তাঁহার গোরে ৯৯টি অজগর নিযুক্ত করা হইবে—উহারা কেয়ামত উপস্থিত হওরা পর্য্যন্ত তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে। যদি উহাদের মধ্য হইতে একটী অজগর জমিতে ফুৎকার করে, তবে জমি কোন উৎপাদন করিবে না।

(৫) আহমদ ও তেরমেজির রেওয়াএত,—

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ وَ مَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتٰبَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَ صَدَّقْتُ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْاٰيَةَ قَالَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ افْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رُّوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَ يُفْسَحُ لَهٗ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, মৃতের নিকট (গোরে) দুইজন ফেরেশতা আগমন পূর্ব্বক তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে ? তদুত্তরে সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তৎপরে উভয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি ? তদুত্তরে সে বলে, আমার দ্বীন ইছলাম।

তৎপরে উভয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তিনি কে ? তদুত্তরে সে বলে, তিনি আল্লাহতায়ালার রাছুল, তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ইহা কিরূপে অবগত হইলে ? তদুত্তরে সে বলিবে, আমি আল্লাহ-তায়ালার কোর-আন পাঠ করিয়াছি, কাজেই

তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছি ও তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। ইহাই কোর-আনের এই আয়তের অর্থ—"আল্লাহতায়ালা ইমানদারদিগকে ইমানের কথার উপর স্থির রাখেন।"

তৎপরে একজন ঘোষণাকারী আছমানের দিক হইতে ঘোষণা করিয়া বলিবে, আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে, তাহার জন্য তোমরা বেহেশতের শয্যা বিছাইয়া দাও, তাহাকে বেহেশতের পোষাক পরিধান করাও এবং তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটী দরজা উদঘাটন কর। ইহাতে উহা উদঘাটন করা হয়, তখন তাহার নিকট উহার বাতাস ও সৌরভ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার জন্য তথায় তাহার দৃষ্টিস্থল পর্য্যন্ত পথ বিস্তৃত করা হয়।

وَ اَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ' قَالَ وَ يُعَادُ رُوْحُهُ' فِىْ جَسَدِهٖ وَ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَ اَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَ افْتَحُوا لَهُ' بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَ سَمُوْمِهَا قَالَ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ' ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ' اَعْمٰى اَصَمُّ مَعَهُ' مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ' بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ ☆

তৎপরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কাফেরের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, তাহার প্রাণ তাহার দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং দুইজন ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলিতে থাকে, হায় হতাশ আমি জানি না। তৎপরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার 'দ্বীন' (ধর্ম) কি? সে বলে, আক্ষেপ। আমি জানি না। তৎপরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তিনি কে ? সে বলে, পরিতাপ। আমি জানি না।"

তখন একজন ঘোষণাকারী আছমানের দিক্ হইতে ঘোষণা করিয়া বলেন, নিশ্চয় এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তোমরা তাহার জন্য অগ্নির শয্যা বিছাইয়া দাও, তাহাকে অগ্নির পোষাক পরিধান করাও এবং তাহার জন্য দোজখের দিকে একটী দ্বার উদঘাটন করিয়া দাও। তখন তাহার নিকট দোজখের গর্ম্মি ও উত্তপ্ত বায়ু উপস্থিত হয় এবং তাহার উপর গোর সঙ্কীর্ণ করা হয়, এমন কি তাহার এক পার্শ্বের অস্থি অন্য দিকে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে তাহার জন্য একজন অন্ধ বধির ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়, তাহার নিকট এরূপ একখানা লৌহ গদা আছে যে, যদি তদ্দ্বারা পর্ব্বতের উপর আঘাত করা হয়, তবে উহা মৃত্তিকাবৎ হইয়া যায়। তৎপরে ফেরেশতা তদ্দ্বারা তাহাকে এরূপ আঘাত করেন যে, জ্বেন ও মনুষ্য ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ সমস্ত জীব উহা শ্রবণ করে। ইহাতে সে মৃত্তিকাবৎ হইয়া যায়, তৎপরে তাহার মধ্যে প্রাণ ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

(৬) আবুদাউদের রেওয়াএত,—

كَانَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهٗ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ ☆

"নবি (ছাঃ) যে সময় মৃতের দাফন কার্য্য সমাধা করিতেন, তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহার ইমানে স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকার জন্য দোয়া কর, কেননা সে এইক্ষণে জিজ্ঞাসিত হইবে।"

(৭) নাছায়ির রেওয়াএত,—

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِنِّىْ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهٖ قَالَ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ☆

"(হজরত) আবুবকর (রাঃ) র কন্যা আছমা (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) খোৎবা পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্য গোরে যে ফাছাদে নিক্ষিপ্ত হয়, উহার কথা উল্লেখ করিলেন। যখন তিনি উহা বর্ণনা করিলেন, মছুলমানেরা এরূপ চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, আমি (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর কথা বুঝিতে অসমর্থ হইলাম। যখন তাঁহাদের ক্রন্দন রহিত হইয়া গেল, আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে বলিলাম, হে অমুক, খোদা তোমার মধ্যে বরকত প্রদান করুন, হজরত (ছাঃ) শেষ কথা কি বলিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত বলিয়াছিলেন, আমার

নিকট অহি প্রেরিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় তোমরা গোর সমূহে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষিত হইবে।"

(৮) মাজালেছোল-আবরার, ৩৩৯ পৃষ্ঠা,—

رُوِىَ عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ اِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ مَنْ رَبُّكَ يَتَرَا اٰىْ لَهُ الشَّيْطَانُ فِىْ صُوْرَةٍ وَ يُشِيْرُ اِلٰى نَفْسِهٖ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ قَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا فِتْنَةٌ عَظِيْمَةٌ ☆

"ছুফইয়ান ছওরি হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, যখন মৃতকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমার প্রতিপালক কে ? তখন শয়তান এক প্রকার রূপ ধরিয়া তাহার সহিত দেখা দিয়া নিজের দিকে ইশারা করিয়া বলিতে থাকে, নিশ্চয় আমিই তোমার প্রতিপালক তেরমেজি বলিয়াছেন, ইহা মহা পরীক্ষা।

তৃতীয় ওয়াজ

কেয়ামতের অবস্থা

ছহিহ মোছলেম,—

اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشَرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَ الدَّجَّالَ وَ الدَّابَّةَ وَ طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ نُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ وَ ثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٍ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ اٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ وَ فِىْ رِوَايَةٍ فِى الْعَاشِرَةِ وَ رِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কখনও কেয়ামত উপস্থিত হইবে না— যতক্ষণ না তোমরা উহার পূর্ব্বে দশটী লক্ষণ দেখিতে পাও। তৎপরে তিনি ধূম, দাজ্জাল দাব্বাতোল-আরজ, পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যোদয় হওয়া, (হজরত) ইছা বেনে-মরয়েমের নাজেল হওয়া ইয়াজুজ ও মাজুজ, পূর্ব্বদেশে, পশ্চিম দেশে এবং আরব উপদ্বীপে জমি ধ্বসিয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করিলেন, উহার শেষ লক্ষণ একটী অগ্নি ইমন হইতে বাহির হইয়া লোকদিগকে হাশর প্রান্তরের (শামের) দিকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইবে। এক রেওয়াএতে আছে, একটী ঝটিকা লোকদিগকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করিবে।"

হজরত এমাম মেহদীর আবির্ভাবের কথা কাদিয়ানি রদ প্রথম ভাগে বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে। তৎপরে দাজ্জাল বাহির হইবে, ইহার বিস্তারিত আলোচনাও এই খণ্ডেই লেখা হইয়াছে।

তৎপরে হজরত ইছা (আঃ) আছমান হইতে নাজেল হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কাদিয়ানি রদ দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।

হজরত এমাম মেহদী ৭,৮ কিম্বা ৯ বৎসর খেলাফত কার্য্য সম্পাদন করিয়া এন্তেকাল করিবেন, হজরত ইছা (আঃ) খেলাফতের ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহার সময়ে প্রত্যেক বিষাক্ত জীবের বিষ হরণ করিয়া লওয়া হইবে, এমন কি শিশু সন্তান নিজের হস্ত সর্পের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিবে, কিন্তু সর্প উহার কোন ক্ষতি করিবে না। একটী শিশু বালিকা ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করিবে, কিন্তু ব্যাঘ্র তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। ছাগলের দলের মধ্যে নেকড়ে ব্যাঘ্র ছাগরক্ষী কুকুরের তুল্য হইবে। যেরূপ পানি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করা হয়, সেইরূপ পৃথিবী মুছলমানদিগের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে, কলেমা একই হইবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই এবাদত করা হইবে না, যুদ্ধ একেবারে রহিত হইয়া যাইবে, কোরাএশগণ নিজেদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইবেন, জমি রৌপ্যের তস্তরির ন্যায় হইবে, হজরত আদম (আঃ) এর জামানার ন্যায় জমি স্বীয় উদ্ভিদ উৎপাদন করিবে, এমন কি একটী আঙ্গুরের খোষার নিকট একদল লোক একত্রিত হইলে, তাহাদিগকে স্থান দান করিবে, একদল লোক একটী ডালিম ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিবে, একটী গরুর মূল্য অধিক পরিমাণ টাকা হইবে এবং একটী ঘোটকের মূল্য সামান্য কতিপয় দেরেম হইবে।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

হজরত বলিয়াছেন, যাহার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ। নিশ্চয়ই অচিরে তোমাদের মধ্যে মরয়মের পুত্র (ইছা) ন্যায়বিচারক শাসনকর্ত্তা হইয়া নাজেল হইবেন, তৎপরে তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, শূকরগুলি হত্যা করিবেন, জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, বহু অর্থ দান করিবেন, এমন কি কেহ উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না।

মেশকাত, ৪৭৩/৪৭৪ পৃষ্ঠা,—

"আল্লাহতায়ালা (হজরত) ইছা (আঃ)-এঁর নিকট অহি প্রেরণ করিবেন যে, নিশ্চয় আমি আমার এরূপ একদল বান্দাকে বাহির করিলাম যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার কাহারও শক্তি নাই, কাজেই তুমি তুর পর্ব্বতে আমার বান্দাগণকে লইয়া সুরক্ষিত কর। আল্লাহ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়কে পেরণ করিবেন, তাহারা প্রত্যেক শক্ত ও উচ্চ ভূমি হইতে সবেগে ধাবিত হইবে, তাহাদের প্রথম দল তিবরিয়া উপসাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে। উহাদের শেষ দল তথায় উপস্থিত হইয়া বলিবে, এই উপসাগরে এক সময় পানি ছিল, তৎপরে তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে বয়তল-মোকাদ্দছের 'খামার' পর্ব্বতের নিকট পৌঁছিবে, তৎপরে তাহারা বলিবে, নিশ্চয়ই আমরা জমিবাসিদিগকে হত্যা করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আইস, আমরা আছমানবাসিদিগকে হত্যা করিব, তখন তাহারা তীরগুলিকে আছমানের দিকে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের তীরগুলিকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দিবেন। আল্লাহতায়ালার নবী (হজরত ইছা) ও তাহার সহচরগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন, এমন কি বর্ত্তমান কালের একশত 'দীনার' অপেক্ষা তাঁহাদের একটী গরুর মস্তক সমধিক মূল্যবান হইবে। তখন আল্লাহতায়ালার নবী ইছা এবং তাঁহার সহচরগণ (আল্লাহতায়ালার নিকট) দোয়া করিবেন, আল্লাহতায়ালা তাহাদের (ধ্বংসের) জন্য তাহাদের গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট প্রেরণ করিবেন, ইহাতে তাহারা সমস্তই একেবারেই নিহত হইবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালার নবী ইছা ও তাঁহার সহচরগণ (পর্ব্বত হইতে) জমিতে নামিয়া আসিবেন, তাঁহারা জমিতে এরূপ এক বিঘত স্থান পাইবেন না—যাহা তাহাদের চর্ব্বি ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ না হইয়াছে। তখন আল্লাহ খোরছানের উষ্ট্রগুলির গ্রীবাদেশের ন্যায় লম্বা গ্রীবাধারী পক্ষী সমূহকে প্রেরণ করিবেন, ইহারা উহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া আল্লাহ যে স্থানে ইচ্ছা করেন,

তথায় নিক্ষেপ করিবে। মুছলমানেরা তাহাদের ধনুক, তীর ও তীরদানগুলি সাত বৎসর জ্বালাইবেন।

তৎপরে আল্লাহ এরূপ বর্ষার পানি প্রেরণ করিবেন যে, কোন মৃত্তিকা ও লোমের প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন না, এই পানি জমিকে ধৌত করিয়া ফেলিবে, এমন কি উহা পরিস্কৃত প্রস্তরের ন্যায় করিয়া তুলিবে। তৎপরে জমিকে বলা হইবে যে, তুমি তোমার ফল উৎপন্ন কর ও বরকত ফিরাইয়া আন, সেই সময় একদল লোক একটী ডালিম ভক্ষণ করিবে এবং উহার ছাল দ্বারা ছায়া গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ) উহা ছাতারূপে ব্যবহার করিবে, দুগ্ধে বরকত প্রদান করা হইবে, এমন কি একটী দুগ্ধবতী উষ্ট্রীকার দুগ্ধ একদল লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে, একটি দুগ্ধবতী গাভী লোকের পরিজনের পক্ষে এবং একটী দুগ্ধবতী ছাগী কতকগুলি লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহারা এই অবস্থায় থাকিবেন, হঠাৎ আল্লাহ সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত করিবেন, উহা তাহাদের বগলের নিম্নদেশে সংক্রামিত হইবে, ইহাতে সমস্ত ইমানদার ও মুছলমানের প্রাণ বাহির করিয়া লওয়া হইবে, বদকার লোকেরা বাকি থাকিয়া তাহারা পৃথিবীতে গর্দ্দভগুলির ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে স্ত্রীসঙ্গম করিতে থাকিবে, তাহাদের উপর কেয়ামত উপস্থিত হইবে।

ছুরা কাহাফ, পারা ১৬,—

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

"তৎপরে তিনি (জোলকারনাএন) অন্য পথে চলিলেন, এমন কি যখন তিনি দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, উভয়ের নিকটে এরূপ এক সম্প্রদায়কে দেখিলেন যে, তিনি প্রায় (তাহাদের) কোন কথা বুঝিতে পারিতেন না। তাহারা বলিল, হে জোলকারনাএন, নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনে অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, আমরা আপনাকে কিছু কর প্রদান করিব, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, আপনি আমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে কোন প্রাচীর স্থাপন করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক যে বিষয়ে আমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন, তাহাই উত্তম, কাজেই তোমরা শক্তি দ্বারা আমার সহায়তা কর, আমি তোমাদের মধ্যেও তাহাদের মধ্যে দৃঢ় প্রাচীর স্থাপন করিব। তোমরা আমার নিকট লৌহের পাত সকল আনয়ন কর, (তাহারা উহা সংগ্রহ করিল), এমন কি যখন উহা পর্ব্বদ্বয়ের শৃঙ্গদেশের সমান উচ্চ হইল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা উহার মধ্যে অগ্নি দ্বারা

ফুৎকার কর। (অহাই করা হইল), এমন কি যখন উহা অগ্নির ন্যায় (লৌহিত বর্ণ) হইল, তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট বিগলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহার উপর ঢালিয়া দিব। তৎপরে তাহারা উহার উপর আরোহন করিতে সক্ষম হইল না এবং উহাতে ছিদ্র করিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। তৎপরে যখন আল্লাহর ওয়াদা উপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহা চূর্ণ করিয়া দিবেন, আর খোদার অঙ্গীকার সত্য এবং তাহাদিগকে এই অবস্থায় ত্যাগ করিবা যে, একে অন্যের উপর তরঙ্গের ন্যায় আপতিত হইবে ও ছুরে ফুৎকার করা হইবে, তৎপরে আমি সমস্তকে একত্রিত করিব।"

ইয়াজুজ ও মাজুজ হজরত নুহ (আঃ)-এঁর পুত্র ইয়াফেছের বংশধরগণ।

ছোদি বলিয়াছেন, তুর্কিগণ, ইয়াজুজ মাজুজের একদল সৈন্য তাহারা বাহিরে আসিয়াছিল, তৎপরে হজরত জোল-কারনাএন প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন, কাজেই তাহারা বাহিরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়া গেলেন, এই হেতু তাহারা তর্ক (পরিত্যক্ত) নামে অভিহিত হইয়াছেন।

কাতাদা বলিয়াছেন, তাহারা ২২ সম্প্রদায় ছিল, হজরত জোল কারনাএন তাহাদের ২১ সম্প্রদায়কে প্রাচীর দারা আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের এক সম্প্রদায় বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারাই তুর্কি নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইতিহাস তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন, হজরত নুহ (আঃ)-এর তিন পুত্র ছিল—ছাম, হাম ও ইয়াফেছ। আরব, আজম ও রুমিদিগের পিতা ছাম, হাবাশ, জাজ ও নুবা অধিবাসিদিগের পিতা হাম, তুর্ক, খোর্জ, ছাকাবেল, ইয়াজুজ ও মাজুজদিগের পিতা ইয়াফেছ।

আতা হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াজুজ ও মাজুজের দল অন্যান্য মনুষ্যদিগের দশগুণ অধিক।

হজরত হোজায়ফা বলিয়াছেন, তাহারা অত্যাধিক লম্বা হইয়া থাকে, তাহারা হস্তি, বন্য জন্তু ও শূকর যাহা কিছু সম্মুখে পাইয়া থাকে, তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ মরিয়া গেলে, তাহারা তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। তাহারা যখন বাহির হইবে, তাহাদের প্রথম দল শামদেশে ও শেষ দল খোরছানে থাকিবে।

এমাম আহমদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা একটী হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের দল প্রত্যেক দিবস উক্ত প্রাচীর ছিদ্র, করিতে থাকে, এমন কি তাহাদের সূর্য্যের আলোক দেখার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি এই কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, সে অন্যান্য দিগকে বলিতে থাকে, তোমরা এখন প্রত্যাবর্ত্তন কর, তোমরা কল্য উহা ছিদ্র করিতে সক্ষম হইবে। পরদিবস তাহারা উক্ত স্থানটি পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইবে। যখন নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে এবং আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া লোকদিগের নিকট প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন, তাহারা উহা এইরূপ ছিদ্র করিয়া ফেলিবে যে, সূর্য্যের আলোক প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা হইবে। তাহাদের নেতা বলিবে, তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর, যদি খোদা ইচ্ছা করেন, তবে কল্য উহা ছিদ্র করিতে পারিবে। পরদিবস তাহারা বিগত কল্যের ন্যায় উহা ছিদ্র বিশিষ্ট দেখিতে পাইবে, সেই দিবস তাহারা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লোকদিগের নিকট বাহির হইয়া যাইবে।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের হাদিছে আছে, জয়নাব হজরত নবি (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছিলেন, অদ্য ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ ছিদ্র হইয়াছে এবং তিনি বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয়ের বৃত্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

হজরত ইছা (আঃ) বিবাহ করিবেন তাঁহার কয়েকটি সন্তান হইবে, তিনি এন্তেকাল করিলে হজরত নবি (ছাঃ) এর রওজা শরিফে তাঁহাকে দাফন করা হইবে। তাঁহার পরে কাহতান বংশের জাহজাহ নামক একজন

তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবে, তিনি ন্যায় পরায়ণ লোকদিগের ন্যায় ন্যায় বিচার করিবেন। তাঁহার পরে আরও কয়েকজন বাদশা হইবে, লোকদিগের মধ্যে কোফর ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইবে। সেই সময় পূর্ব্বদেশে এক স্থান, পশ্চিম দেশে একস্থান ধ্বসিয়া যাইবে, যাহারা তকদীর অস্বীকার করিত, তাহাদের এইরূপ অবস্থা হইবে। তৎপরে আছমান হইতে মহা ধুম প্রকাশিত হইবে।

কোর-আন ছুরা দোখান, পারা— ২৫

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۙ يَّغْشَى النَّاسَ ۭ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"অনন্তর তুমি এইরূপ দিবসের অপেক্ষা কর— যে দিবস আছমান প্রকাশ্য ধূম আনয়ন করিবে—যাহা লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

হজরত আলি ও এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

কেয়ামতের নিকট নিকট সময়ে একটী ধূম প্রকাশিত হইবে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, কাফের ও মোনাফেকগণ উক্ত ধূমের জন্য অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। কেহ এক দিবস পরে, কেহ দুই দিবস পরে এবং কেহ তিন দিবস পরে চৈতন্য লাভ করিবে। ইমানদারদিগের কেবল শ্লেষ্মা হইবে। ৪০ দিবস পরে এই ধূম অদৃশ্য হইয়া যাইবে।— ছেরাজোল-মনির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তৎপরে বকরাঈদের মাসে এক রাত্রি এত অধিক লম্বা হইবে যে, মোছাফেরগণ অস্থির হইয়া পড়িবে, শিশুরা নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পড়িবে, বিচরণকারী পশুদল বিচরণ করিতে যাওয়ার জন্য শব্দ করিতে

থাকিবে, কিন্তু প্রভাত হইবে না। লোকেরা অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে ও তওবা করিতে আরম্ভ করিবে। এই রাত্রি তিন চারি রাত্রের ন্যায় লম্বা হইবে, লোকেরা চাঞ্চল্যের মধ্যে থাকিবে, এমতাবস্থায় গ্রহণ হওয়া কালে যেরূপ সুর্য্যের জ্যোতিঃ মন্দীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষীণ জ্যোতির সহিত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, সেই সময় সকলেই খোদার একত্বের উপর ঈমান আনিবে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তওবার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কাজেই কাহারও তওবা কবুল হইবে না। চাস্তের সময় উপস্থিত হইলে, পুনরায় সূর্য্য অস্তের দিকে যাইতে থাকিবে, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পর হইতে নিয়মিত রূপে পূর্ব্বদিক হইতে সূর্য্য উদয় হইতে থাকিবে।

ছুরা আনায়াম, ২০ রুকু, পারা ৮,—

يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط

"যে দিবস তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে, তখন যে ব্যক্তি উহার পূর্বে ইমান আনে নাই, কিম্বা নিজ ইমান অবস্থায় কোন এবাদত করে নাই, তাহার ইমান ফলোদায়ক হইবে না।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهٖ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَاْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا

يُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدَ وَ لَا تُقْبَلَ مِنْهَا وَ تَسْتَاذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا وَ يُقَالُ لَهَا اِرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَّغْرِبِهَا ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে সময় সূর্য্য অস্তমিত হইতে ছিল বলিয়াছিলেন, তুমি কি জান, এই সূর্য্য কোথায় যাইতেছে ? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, নিশ্চয় উক্ত সূর্য্য আরাশের নীচে ছেজ্দা করিতে যায়। ছেজদা অন্তে (পূর্ব্বদিক হইতে অদয় হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করে, ইহাতে তাহাকে অনুমতি প্রদান করা হয় অচিরে উক্ত সূর্য্য ছেজ্দা করিবে, কিন্তু তাহা হইতে উহা কবুল করা হইবে না এবং অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং তাহাকে বলা হইবে, তুমি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলে, সেই স্থানের দিকে ফিরিয়া যাও। ইহাতে উক্ত সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে।

তেরমেজি,—

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهٗ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পশ্চিম দিকে তওবার দ্বার স্থির করিয়াছেন, উহার বিস্তৃত ৭০ বৎসরের পথ, যতক্ষণ সূর্য্য পশ্চিম দিক্ হইতে উদয় না হইবে, ততক্ষণ উক্ত দ্বার রুদ্ধ হইবে না।"

তাহারা এই ব্যাপারে চঞ্চল অবস্থায় থাকিবে, এমতাবস্থায় 'দাব্বাতোল-আরজ বাহির হইয়া পড়িবে।

ছুরা নমল, ৬ রুকু পারা ২০, —

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

"এবং যখন তাহাদের অঙ্গীকার পূর্ণ হইয়া যাইবে, আমি তাহাদের অন্য জমি হইতে একটি জন্তু বাহির করিব, সে তাহাদের সহিত কথা বলিবে যে, নিশ্চয় লোকেরা আমার নিদর্শনাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত না।"

এই জন্তুর মস্তক বলদের মস্তকের তুল্য, চক্ষু শূকরের চক্ষুর তুল্য, কর্ণ হস্তীর কর্ণের তুল্য, শৃঙ্গধারী হরিণের তুল্য গলদেশ উষ্ট্রপক্ষীর গলদেশের তুল্য বক্ষঃদেশ ব্যাঘ্রের বক্ষঃদেশের তুল্য, রং চিতা বাঘের রঙের তুল্য, পার্শ্বদেশ বিড়ালের পার্শ্বদেশের তুল্য, লেজ মেষের লেজের তুল্য ও চারিটী পা উষ্ট্রের চারি পায়ের তুল্য হইবে। উহা ৬০ হস্ত লম্বা হইবে। উহা তিনবার বাহির হইবে, একবার ইমন দেশে বাহির হইবে, পরে উহা বহু দিবস অদৃশ্য হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়বার মক্কা শরিফের নিকট একস্থানে প্রকাশিত হইবে, উহার আলোচনা মক্কা শরিফ পর্য্যন্ত পৌছিয়া যাইবে।

তৃতীয় বার মক্কা শরিফের মছজেদ হইতে বাহির হইবে, কেহ বলেন, ছাফা কিম্বা জিয়াদ পাহাড় হইতে বাহির হইবে। উহার সহিত মুছা (আঃ) এর যষ্টি ও হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর অঙ্গুটী থাকিবে, সে সমস্ত পৃথিবীতে এত দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করিবে যে, কোন অনুসন্ধানকারী তাহাকে পাইবে না এবং কোন পলাতক তাহা হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইবে না এবং কোন বিচররণকারী জন্তু তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইবে না। যে সমস্ত মনুষ্যকে চিহ্নিত করিতে থাকিবে, ইমানদারদিগের ললাটে উক্ত যষ্টি দ্বারা একটী জ্যোতিষ্মান রেখা অঙ্কিত দিবে, ইহাতে তাহার চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের তুল্য হইয়া যাইবে। উহাতে মো'মেন শব্দ লিখিত হইবে এবং কাফেরদিগের নাসিকায় উক্ত আঙ্গুটী দ্বারা চিহ্ন স্থাপন করিবে, উহা প্রসারিত হইয়া মুখগুলকে কালিমাময় করিয়া ফেলিবে এবং তথায় কাফের শব্দ লিখিত হইবে। এই পশুটাকে দাব্বাতোল- আরজ বলা হয়।

ছহিহ মোছলেম—

ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِىْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَ اَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَ لَايُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ اَلَا تَسْتَحْيُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَا تَاْمُرُنَا فَيَاْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ ☆

"তৎপরে আল্লাহ শামদেশের দিক্ হইতে একটী শীতল বায়ু প্রবাহিত করিবেন, ইহাতে ভূ-পৃষ্ঠে যাহার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণ সৎকার্য্য কিম্বা ইমান থাকিবে, তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। তখন এরূপ দৃষ্ট লোকেরা পৃথিবীতে থাকিবে, যাহারা অহিত কার্য্যের দিকে পক্ষীদের ন্যায় দ্রুতগামী ও হিংস্র জীবগুলির ন্যায় স্থিতিশীল হইবে, তাহারা সৎকার্য্য জানিবে না এবং অসৎসকার্য্য নিষেধ করিবে না, তখন শয়তান তাহাদের নিকট মুর্ত্তিমান হইয়া বলিবে, তুমি কি লজ্জা কর না? তাহারা বলিবে, তুমি আমাদিগকে কি আদেশ কর? তখন সে তাহাদিগকে প্রতিমা পূজা করার আদেশ করিবে।"

তেরমেজি,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْاِنْسَ وَ حَتّٰى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهٖ وَ شِرَاكُ نَعْلِهٖ وَ يُخْبِرُهٗ فَخِذُهٗ بِمَا اَحْدَثَ اَهْلُهٗ بَعْدَهٗ ☆

"(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি কেয়ামত উপস্থিত হইবে না—যতক্ষণ (না হিংস্র পশুরা মনুষ্যের সহিত কথা বলিবে, মনষ্যের যষ্ঠির অগ্রভাগ ও তাহার জুতার চর্ম্ম সুতা (তছমা) তাহার সহিত কথা বলিবে ও তাহার জানু তাহার পরিজনেরা যাহা তাহার অনুপস্থিতিতে করিয়াছিল, তাহাকে সংবাদ প্রদান করিবে।"

তৎপরে হাবশিদিগের আক্রমণ হইবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, তাহারা কা'বা শরিফকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে এবং হজ্জ রহিত হইয়া যাইবে।

আবুদাউদ,—

قَالَ اُتْرُكُوا الْحَبْشَةَ مَا تَرَكُوْكُمْ فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ اِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা হাবশিদিগকে ত্যাগ কর, যত দিবস তাহারা তোমাদিগকে ত্যাগ করে, কেননা হাবশিদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র পদদ্বয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেহ কা'বার ধনভাণ্ডার বাহির করিবেন না।"

কেয়ামতের নিকট কোর-আন শরিফ মনুষ্যদিগের অন্তর ও কাগজ হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে। লোকদিগের লজ্জা তিরোহিত হইয়া যাইবে, এমন কি তাহারা পথে লোকদিগের সমক্ষে স্ত্রীসঙ্গম করিতে থাকিবে। অতিরিক্ত দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দস্যুদিগের আক্রমণে বহু পল্লী উৎসন্ন হইয়া যাইবে, বড় বড় শহর কছবায় ও বড় বড় কছবা পল্লীতে পরিণত হইবে। সেই সময় কেবল শামদেশে শান্তি ও ফলশষ্য ও খদ্যসামগ্রী সুলভ হইবে। অন্যান্য দেশের লোকেরা বাণিজ্য উপলক্ষে হউক, আর শান্তি ভোগ উপলক্ষে হউক, উষ্ট্রের উপর আরোহণ পূর্ব্বক শামের দিকে ধাবিত হইবে, তৎপরে অবশিষ্ট লোকিদিগকে একটী অগ্নি ইমনের দিক হইতে প্রকাশিত

হইয়া শামদেশের দিকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইবে। যখন লোকেরা দৌড়িতে দৌড়িতে দ্বিপ্রহারের সময় অক্ষম হইয়া পড়িবে, তখন অগ্নি স্থির হইয়া যাইবে, অগ্নির তাপ কম হইয়া গেলে, পুনরায় অগ্নি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইবে। পুনরায় প্রভাতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা শামদেশে উপস্থিত হইলে, অগ্নি অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

হজরত ইছরাফিল ফেরেশতা শিঙ্গাকে মুখে করিয়া ধরিয়া আরশের সম্মুখে উহার নিম্নদেশে বাম পা ও উহার অগ্রভাগে ডাহিন পা রাখিয়া আরশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কোন্ সময় উহাতে শব্দ করিতে খোদার হুকুম হয়, তিনি ইহার অপেক্ষা করিতেছেন। জগতের জীবগণের সংখ্যা অনুপাতে উহার ছিদ্র সকল আছে, উহার মধ্যদেশে আকাশ ও পৃথিবীর তুল্য একটী গোলাকার মুখ আছে।

উক্ত ঘটনা তিন চারি বৎসরে জুমার দিবস প্রভাতে সিঙ্গার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে, ক্রমান্বয়ে উহা মেঘ ও ব্রজের শব্দের ন্যায় উচ্চ হইতে থাকিবে, লোকেরা অস্থির হইয়া মরিতে থাকিবে, ভূমিকম্প আরম্ভ হইবে লোকেরা গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনের দিকে ধাবিত হইবে, বন্য পশুরা ভীত হইয়া লোকদিগের নিকট সমবেত হইবে, জমির স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, সমুদ্রের পানি চারিদিকে উথলিত হইয়া পড়িবে, উহার পানি শুষ্ক হইয়া যাইবে, পর্ব্বতমালা চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া বালুর ন্যায় উড়িতে থাকিবে এবং আছমান ও জমির মধ্যে মেঘের ন্যায় প্রধাবিত হইতে থাকিবে। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইবে। ক্রমশঃ সিঙ্গার শব্দ এত প্রবল হইবে যে, আছমান সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, নক্ষত্র মালা পতিত হইয়া চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। তৎপরে হজরত আজরাইল (আঃ) সমস্ত লোকের শাস্তি পরিমাণ শাস্তিতে ইবলিছের প্রাণ বাহির করবেন। তৎপরে ছয় মাস পরিমাণ ধারাবাহিক একটী শব্দ হইতে থাকিবে —যাহাতে আছমান, জমিন, পর্ব্বত সমুদ্র নক্ষত্র বা সমস্ত বস্তু বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তি বাকি আছে। হজরত আজরাইল (আঃ) বলিবেন, জিবরাইল, মিকাইল এছরাফিল ও আরশবাহক চারিজন ফেরেশতা বাকি আছেন, আমিও বাকি আছি তৎপরে খোদার হুকুমে হজরত জিবরাইল ও মিকাইলের প্রাণ, তৎপরে আরশাবাহক ফেরেশতাগণের প্রাণ, তৎপরে হজরত এছরাফিলের প্রাণ বাহির করা হইবে। অবশেষে হজরত আজরাইল মরিবেন।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ৮টী বস্তু বিধস্ত হইবে না, আরশ, কুর্ছি, লওহ, কলম, বেহেশ্‌ত, দোজখ, ছুর এবং আত্মা সকল।

কেহ কেহ বলেন, এক নিমেষের জন্য তৎসমস্ত অস্তিত্ব শূন্য হইয়া যাইবে।

৪০ বৎসর কেহই পৃথিবীতে থাকিবে না। সেই সময় আল্লাহ বলিবেন,— لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ

"অদ্য কাহার জন্য রাজত্ব।" কেহই উত্তর দিবে না, তখন স্বয়ং আল্লাহ উত্তরে বলিবে,— لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

"অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্য।"

ছহিহ মোছলেম,—

ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَ لَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ لَا يَبْلٰى اِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَ هُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَ مِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

তৎপরে আল্লাহ আছমান হইতে এক প্রকার পানি নাজেল করিবেন, ইহাতে তাহারা মানব -দেহ প্রাপ্ত হইবে-যেরূপ উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হজরত বলিয়াছেন, মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কেবল একখণ্ড অস্থি স্থায়ী থাকে, উহা নিতম্বের নিকটস্থ একখণ্ড অস্থি, তদ্দ্বারা কেয়ামতের দিবস লোকদিগকে সৃষ্টি করা হইবে।

তৎপরে আল্লাহ আরশবাহক ফেরেশতাকে, তৎপরে জিবরাইল, মিকাইল ও এছরাফিলকে জীবিত করিবেন। তৎপরে আল্লাহ এছরাফিল (আঃ) কে হুকুম করিবেন, তিনি সিঙ্গা হস্তে ধারণ করিবেন।

তৎপরে প্রত্যেকের আত্মা হজরত ইস্রাফিল ফেরেশতার সিঙ্গাতে সংগৃহীত করা হইবে, সেই সময় তিনি খোদার হুকুমে বয়তুল মোকাদ্দছের প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিবেন, হে আত্মা সকল, তোমরা আপন দেহে প্রবেশ কর। হে বিধ্বস্ত অস্থি, বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম বিক্ষিপ্ত লোম সকল, তোমরা বিচারের জন্য সংগৃহীত হও, ইহাতে সমস্ত জীব পুর্ব্বের ন্যায় জীবিত হইবে।

সেই সময় হজরত জিবরাইল (আঃ) স্বীয় হস্তে ভূতলের নিম্নদেশে প্রবেশ করাইয়া এরূপ ভাবে আন্দোলিত করিবেন যে, ভূতল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক জীব দণ্ডায়মান হইবে।

প্রথম হজরত নবি (ছাঃ) জীবিত হইবেন, তৎপরে হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) তৎপর হজরত ইছা (আঃ), তৎপরে অন্যান্য নবিগণ, ছিদ্দিক ও শহিদগণ, পরে পরে সমস্ত লোক জীবিত হইবেন।

ছুরা ইয়াছিন, ৩/৪ রুকু, ২৩ পারা,—

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا

مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۞ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۞

"তাহারা ইহা ব্যতীত দেখিবে না যে, তাহারা বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিল, এমতাবস্থায় একটি ভীষণ শব্দ তাহাদিগকে ধরিয়া লইবে, ইহাতে তাহারা কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না এবং নিজেদের পরিজনেরা নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেনা। আর সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে, ইহাতে হঠাৎ তাহারা গোর ভেদ করিয়া তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতি আক্ষেপ, কে আমাদিগকে আমাদের শয়ন স্থল হইতে আমাদিগকে সমুত্থিত করিল? (তাহাদিগকে বলা হইবে), ইহা যাহা সর্ব্বপ্রদাতা (খোদা) অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ও রাছুলগণ সত্য বলিয়াছিলেন, ইহা একটী ভীষণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাতে হঠাৎ সকলকেই আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।"

ছুরা মোমেনুন, ১৮ পারা,—

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَ لُوْنَ ۞

"অনন্তর যে দিবস সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে, সেই দিবস তাহাদের মধ্যে বংশগত সম্বন্ধগুলি থাকিবে না একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না।"

ছুরা নাবা, ৩০ পারা,—

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۞ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ

فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

"যে দিবস সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে, তোমরা দলে দলে উপস্থিত হইবে ও আছমান উদঘাটিত করা হইবে, ইহাতে উহা বহু দ্বার বিশিষ্ট হইয়া যাইবে এবং পর্ব্বতমালাকে পরিচালিত করা হইবে, উহা মরিচিকা হইয়া যাইবে।

ছুরা মোদাছ্ছের, ২৯ পারা,—

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ۝ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

"অনন্তর যে সময় সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে, সেই দিবস উহা কঠিন দিবস হইবে, কাফেরদিগের উপর কঠিন হইবে।"

ছুরা নমল, ৭ রুকু, ২০ পারা,—

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝

"এবং যে দিবস সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে, সেই দিবস আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা ব্যতীত সমস্ত আছমান ও জমির অধিবাসীগণ আতঙ্কিত হইবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট বিনীত অবস্থায় উপস্থিত হইবে।"

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণ, বেহেশতী হুরগণ, নবিগণ, অলিগণ ও শহিদগণ আতঙ্কিত হইবেন না।

ছুরা জোমার, ৭ রুকু,—

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ

فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ۝

"এবং সিঙ্গাতে ফুৎকার করা হইবে, ইহাতে আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত সমস্ত আছমান ও জমিনের অধিবাসীগণ অচৈতন্য হইয়া যাইবে। তৎপরে দ্বিতীয়বার উহাতে ফুৎকার করা হইবে, ইহাতে আকস্মাৎ তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَصْعَقُ مَعَهُمْ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ كَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ فِيْمَنْ اسْتَثْنَى وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَا اَدْرِىْ اَحُوْسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّوْرِ اَوْ بُعِثَ قَبْلِىْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় লোকেরা কেয়ামতের দিবস (সিঙ্গার শব্দ শ্রবণে) অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, ইহাতে আমি তাহাদের সঙ্গে অচৈতন্য হইয়া যাইব, তৎপরে আমিই প্রথমে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দর্শন করিব যে, মুছা (আঃ) আরশের এক প্রান্ত ধরিয়া রহিয়াছেন, কাজেই আমি জানি না যে, তিনি অচৈতন্য হইয়া আমার পূর্ব্বে চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন, অথবা আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে অচৈতন্য হইতে রক্ষা করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিও একজন হইবেন। অন্য রেওয়াএতে আছে, আমি জানি না, যে তুর পর্ব্বতের অচৈতন্যতার জন্য তিনি অচৈতন্য হন নাই, কিম্বা আমার পূর্ব্বে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

হাছান বলিয়াছেন, হজরত জিবরাইল, মিকাইল, রেজওয়ান বেহেশতের হুরগণ ও আরশাবাহক ফেরেশতাগণ অচৈতন্য হন নাই।

ছুরা হাক্কা, ১ম রুকু, ২৯ পারা,—

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

"অনন্তর যে সময় সিঙ্গাতে এক ফুৎকার করা হইবে এবং জমি ও পর্ব্বতমালা উঠাইয়া (নিক্ষেপ করা হইবে), ইহাতে উভয়ই চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইবে, সেই দিবস কেয়ামত উপস্থিত এবং আছমান বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, সে দিবস ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং ফেরেশতাগণ উহার পার্শ্ব সমূহে থাকিবেন, এবং তাহাদের উপরি অংশে সেই দিবস অষ্টজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশ বহন করিবেন। সেই দিবস তোমাদের উপনিত করা হইবে, তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয় অব্যক্ত থাকিবে না।"

ছুরা কারেয়া, ৩০ পারা,—

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

"আঘাতকারী, আঘাতকারী কি ? এবং তুমি কি জান, আঘাতকারী কি ? যে দিবস লোকেরা বিচ্ছিন্ন পঙ্গপালের ন্যায় হইবে এবং পর্ব্বতমালা ধুনিত লোমের ন্যায় হইবে। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, সিঙ্গার ভীষণ শব্দকে 'আঘাতকারী' বলা হইয়াছে।

ছুরা তকভির, ৩০ পারা,—

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝ وَاِذَاالْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَاِذَاالنُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَاِذَاالسَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝

"যে সময় সূর্য্যকে সঙ্কুচিত করা হইবে ও যে সময় নক্ষত্র সকল মলিন হইবে ও যে সময় পর্ব্বতমালা পরিচালিত করা হইবে যে সময় আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রী সকলকে পরিত্যাগ করা হইবে ও যে সময় বন্য পশু সকলকে একত্রিত করা হইবে ও যে সময় সমূদ্র সকলকে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে ও যে সময় জীবাত্মা সকলকে সম্মিলিত করা হইবে ও যে সময় জীবিতাবস্থায় গোরে প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হইবে, কোন অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল ? ও যে সময় কার্য্যলিপি সকল উন্মুক্ত করা হইবে ও যে সময় আকাশ উদঘাটিত করা হইবে ও যে সময় দোজখ প্রজ্জ্বলিত

করা হইবে ও যে সময় বেহেশত সন্নিকট করা হইবে, (সেই সময়) প্রত্যেক আত্মা যাহা উপস্থিত করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিবে।" ইহা সিঙ্গায় ফুৎকার করার পরের অবস্থা, ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত আমপারার তফছিরে দেখুন।

ছুরা এনফেতার, ৩০পারা,—

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝

" যে সময় আছমান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে এবং যে সময় নক্ষত্র মালা পতিত হইয়া যাইবে ও যে দিবস সমুদ্র সকল পরিচালিত করা হইবে এবং যে দিবস গোর সকল উৎখাত করা হইবে, তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে ও যাহা পশ্চাতে ত্যাগ করিয়াছে তাহা জানিতে পারিবে।"

ছুরা জেলজাল, ৩০পারা—

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۵ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

"যে সময় জমি উহার উপযুক্ত কম্পনে কম্পিত করা হইবে এবং জমি উহার বোঝা সকল বাহির করিয়া দিবে এবং মনুষ্য বলিবে, উহার কি হইয়াছে, সেই দিবস জমি উহার সংবাদ সকল বর্ণনা করিবে, যেহেতু তাহার প্রতিপালক তাহার উপর অহি করিয়াছেন। সেই দিবস লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করা হইবে, অনন্তর যে ব্যক্তি একবিন্দু পরিমাণ সৎকার্য্য করে, সে তাহা দেখিয়া লইবে। আর যে কেহ একবিন্দু পরিমাণ অসৎ কার্য্য করে, সে তাহা দেখিতে পাইবে।"

ছুরা ফজর, ৩০ পারা,—

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِایْٓءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۵ یَوْمَئِذٍ یَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۚ

"কখনই না, যে সময় জমি বারবার চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইবে এবং খোদার কোপ (উপস্থিত হইবে) ও ফেরেশতাগণ শ্রেণী শ্রেণী আসিবেন এবং দোজখকে সেই দিবস আনয়ন করা হইবে—সেই দিবস মনুষ্য উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং কোথায় তাহার পক্ষে উপদেশ গ্রহণ করা ফলোদায়ক হইবে।"

ছুরা হজ্জ,—

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝

"হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভয় কর নিশ্চয় কেয়ামতের ভুমিকম্প ভয়ঙ্কর বিষয়। যে দিবস তোমরা উহা দেখিবে, প্রত্যেক প্রসূতি দুগ্ধপান করান ভুলিয়া যাইবে এং প্রত্যেক গর্ভবতী নিজের গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল অবস্থায় দেখিবে, অথচ তাহারা মাতাল নহে কিন্তু খোদার শাস্তি কঠিন।"

ছুরা কাহাফ, ৬ রুকু, ১৫ পারা,—

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۚ وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۢ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۚ

"এবং যে দিবস আমি পর্ব্বতমালাকে পরিচালিত করিব এবং তুমি জমি উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে এবং আমি তাহাদিগকে একত্রে সংগ্রহ করিব, পরন্তু তাহাদের একজনকে ত্যাগ করিব না এবং তাহাদের সারি সারি তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে। (তখন বলা হইবে), নিশ্চয়ই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ—যেরূপ আমি তোমাদিগকে প্রথম বারে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এবং তোমারা ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য কখনও নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিব না।"

ছুরা ত্বহা, ৬ রুকু, ১৬ পারা—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ ج وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝

"এবং তোমার নিকট তাহারা পর্ব্বতমালার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তদুত্তরে তুমি বল, আমার প্রতিপালক, তৎসমস্ত উড়াইয়া দিবেন এবং উক্ত জমিকে এক উন্মুক্ত ময়দানে পরিণত করিবেন, তুমি উহাতে বক্রতা ও উচ্চস্থান দেখিতে পাইবে না। সেই দিবস তাহারা এরূপ এক আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে— যাহার কোন বক্রতা নাই এবং সর্ব্বপ্রদাতার (খোদার) জন্য শব্দ সকল নত হইবে, কাজেই অস্পষ্ট শব্দ ব্যতীত শ্রবণ করিতে পারিবে না।"

ছুরা বনি-ইস্রাইল,১১ রুকু, ১৫পারা,—

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ط مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط

"এবং আমি তাহাদিগকে কেয়ামতের দিবস অন্ধ, বোবা বধির অবস্থায় অধোমস্তকে (হাশর প্রান্তরে) একত্রিত করিব, তাহাদের বাসস্থান দোজখ হইবে।"

ছুরা ত্বহা, ৭ রুকু, ১৬ পারা—

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝

"এবং যে ব্যক্তি আমার জেকর হইতে বিমুখ হয়, তাহার জন্য সঙ্কীর্ণ জাবিকা হইবে এবং আমি তাহাকে কেয়ামতের দিবস অন্ধ অবস্থায় সমুত্থিত করিব। সে ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, যখন আমি নিশ্চয় চক্ষুসম্মান ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় সমুত্থিত করিলে ? আল্লাহ বলিবেন, এইরূপ তোমার কিনট আমার নিদর্শনগুলি আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা ত্যাগ করিয়াছিলে এবং ঐরূপ অদ্য তুমি পরিত্যক্ত হইবে।"

তেরমেজি,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَةَ اَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَ صِنْفًا رُكْبَانًا وَ صِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُمْ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ اَنْ يُّمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস লোকেরা তিন শ্রেণী করিয়া হাশর প্রান্তরে একত্রিত করা হইবে—এক শ্রেণী পদব্রজে গমনকারী হইবে, দ্বিতীয় শ্রেণী আরোহী অবস্থায় গমন করিবে এবং তৃতীয় শ্রেণী অধোমস্তকে (মুখমণ্ডলেরর উপর ভর করিয়া) গমন করিবে। ছাহাবাগণ বলিলেন, হে রাছুলুল্লাহ, কিরূপে তাহারা অধোমস্তকে গমন করিবে? হজরত বলিলেন, যে খোদা তাহাদিগকে পদব্রজে চালাইতে পারেন, নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে অধোমস্তকে চালাইতে সক্ষম।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ☆

"হজরত বলিতেছিলেন, কেয়ামতের দিবস লোকেরা নগ্নপদে উলঙ্গ ও অচ্ছিন্ন ত্বক অবস্থায় হাশর প্রান্তরে সংগৃহীত হইবে। আমি বলিলাম, ইয়া হজরত, পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা সমস্তই কি একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, হে আএশা ব্যাপার এরূপ ভীষণ হইবে যে, একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

ছুরা তৎফিফ ৩০পারা,—

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"তাহারা কি ধারণা করে না যে, নিশ্চয় তাহারা এক মহা দিবসের জন্য উত্থাপিত হইবে?— যে দিবস লোকেরা জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালকের জন্য দণ্ডায়মান হইবে।

ছুরা মায়ারেজ, ২৯ পারা,—

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ

خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

"যে দিবস ফেরেশতাগণ ও জিবরাইল তাঁহার দরবারে উত্থিত হইবে—উহার পরিমাণ ৫০ সহস্র বৎসর হইবে।

ছহিহ মোছলেমে আছে যে, কেয়ামতের দিবস ৫০ সহস্র বৎসর হইবে। লোকেরা কত বৎসর হাশর প্রান্তরে দণ্ডায়মান থাকিবে, ইহাতে কয়েক প্রকার হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন হাদিছে আছে, লোকেরা আকাশের দিকে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করতঃ ৪০ বৎসর দণ্ডায়মান থাকিবে, কেহ তাহাদের সহিত কথোপকথন করিবে না, খোদার কোপের আশঙ্কায় অচৈতন্য প্রায় হইয়া থাকিবে। কোন হাদিছে তিনশত বৎসরের কথা আছে।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, সৎলোকদিগের জন্য এক ওয়াক্ত নামাজের সময়ের পরিমাণ হইবে।

মুলকথা, কাফেরদিগের পক্ষে উহা ৫০ সহস্র বৎসরের পরিমাণ বোধ হইবে। খোদা প্রেমে আত্মহারা ওলি ও নবিগণের পক্ষে উক্ত কেয়ামত এক ওয়াক্ত নামাজের সময়ের পরিমাণ বোধ হইবে। মধ্যম ধরণের লোকদিগের জন্য ৪০ বৎসর, একশত বৎসর অথবা পাঁচ শত বৎসর কাল বলিয়া অনুমিত হইবে।

ছুরা এবরাহিম, ৭ রুকু, ১৩ পারা—

اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۙ

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ

وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۚ

ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, তিনি তাহাদিগকে এইরূপ দিবেসর নিমিত্ত অবকাশ দিয়া রাখিতেছেন যে, উহাতে চক্ষুগুলি সমুন্নত হইয়া থাকিবে, তাহারা সবেগে ধাবিত হইবে, নিজেদের মস্তককে উন্নত করিয়া রাখিবে— তাহাদের চক্ষু তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না এবং তাহাদের অন্তর শূন্য থাকিবে।

ছহিহ মোছলেম,—

تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَرِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى حَقْوَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُّلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا وَ اَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ اِلٰى فِيْهِ ☆

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস সূর্য্যকে লোকদিগের নিকট করা হইবে এমন কি উহা তাহাদের এক মাইল পরিমাণ (নিকটে) হইবে, তৎপরে লোকেরা নিজেদের কার্য্যকলাপ অনুপাতে ঘর্ম্মাক্ত হইবে, তন্মধ্যে কাহারও ঘর্ম্ম তাহার জানুদ্বয় পর্য্যন্ত কাহারও ঘর্ম্ম তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ও কাহারও ঘর্ম্ম তাহার পদদয়ের টাকনু পর্য্যন্ত হইবে, তন্মধ্যে কাহারও ঘর্ম্ম তাহার গলদেশ পর্য্যন্ত হইবে, হজরত (ছাঃ) নিজের হস্ত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করিলেন।"

ছুরা এবরাহিম, ৭ রুকু, ১৩ পারা,—

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

"যে দিবস জমি অন্য জমির সহিত ও আছমান সকল পরিবর্ত্তন করা হইবে এবং তাহারা অদ্বিতীয় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহতায়ালার নিকট প্রকাশিত হইবে।"

ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِىِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَ حَدٍ

"লোকেরা কেয়ামতের দিবস গমের রুটীর ন্যায় লাল মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের জমির উপর সংগৃহীত হইবে, উক্ত জমিতে কাহারও কোন চিহ্ন থাকিবে না।"

হজরত এবনো-মছউদ ও আনাছ বলিয়াছেন, লোকেরা এরূপ জমির উপর একত্রিত হইবে—যাহার উপর কেহ কোন গোনাহ করে নাই।

কেয়ামতের দিবস সমস্ত লোক জীবিত হইলে লোকদের অন্তরে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইবে যে, সকলেই আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, যদি হঠাৎ দৃষ্টিপাত করে, তবে কামরহিত শিশুদের ন্যায় হইবে। সমস্ত লোক একত্রিত হইলে সূর্য্যকে এক মাইল নিকটে উপস্থিত করা হইবে। আছমান প্রান্ত হইতে বজ্রের শব্দ ও ভয়ঙ্কর ধ্বনি কর্ণগোচর হইতে থাকিবে। সূর্য্যের উত্তাপে নবি, অলি ও পরহেজগারগণের পদদ্বয়ের তালু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যাইবে, অন্যান্য লোকের নিজেদের আমলের পরিমাণ জঙ্ঘা, জানু কটিদেশ, বক্ষঃ ও গলদেশ পর্য্যন্ত ঘর্ম্মে ডুবিয়া যাইবে। কাফেরেরা ঘর্ম্ম স্রোতে সন্তরণ করিতে থাকিবে।

এক হাদিছে আছে যে, সপ্ত শ্রেণীর লোক আরশের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَا فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সাত ব্যক্তি এইরূপ হইবেন, যাহাদিগকে আল্লাহ নিজের (রহমতের) ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিবেন—যে দিবস তাঁহার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। (১) ন্যায়বিচারক বাদশাহ। (২) যে যুবক আল্লাহর এবাদতে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মছজেদের দিকে আকৃষ্ট থাকে—যখন সে উহা হইতে বাহির হইয়া যায়—যতক্ষণ (না) সে উহার দিকে প্রত্যাবৰ্ত্তন করে। ৪। যে দুই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পরে ভালবাসা করিয়াছিল—তাহারা উক্ত প্রীতির উপর সমবেত হয় এবং উহার উপর পৃথক হইয়া যায়—অর্থাৎ সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ উভয় অবস্থায় প্রীতি প্রণয়ের উপর স্থায়ী থাকে। (৫) যে ব্যক্তি নিৰ্জ্জনে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, ইহাতে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপাত করিতে থাকে। (৬) যে ব্যক্তি এরূপ হয় যে, তাহাকে কোন সদ্বংশোদ্ভবা রূপবতী স্ত্রীলোক (ব্যাভিচারের জন্য)

ডাকিয়াছিল, ইহাতে সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৭) যে ব্যক্তি কোন ছদকা প্রদান করিয়াছিল, উহা এরূপ গোপনে প্রদান করিয়াছিল যে, যাহা তাহার ডাহিন হস্ত ব্যয় করিতেছে তাহা তাহার বাম হস্ত জানিতে পারে নাই।

ছহিহ মোছলেম,—

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ

যে ব্যক্তি দরিদ্রকে (ঋণ প্রদান করিয়া) অবকাশ দেয় কিম্বা উহার কিছু অংশ বাদ দিয়া দেয়, আল্লাহ তাহাকে নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিবেন।"

এইরূপ যে ব্যক্তি ছুরা বাকারা ও আল-এমরাণ পাঠ করে উক্ত ছুরাদ্বয় দুইখণ্ড মেঘরূপে তাহাকে ছায়া প্রদান করিবে।

সেই সময় ক্ষুধা ও পিপাসার আধিক্যে লোকেরা অস্থির অধীর হইয়া পড়িবে।

ইমানদার ও বেহেশতীগণ কওছরের পানি পান করিবেন এবং জমি তাহাদের জন্য মিষ্ট রুটীর ন্যায় হইয়া যাইবে, তাহারা ইহা ভক্ষন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّاهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهٖ كَمَا يَتَكَفَّا اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهٗ فِى السُّفَرِ نُزُلًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, জমি কেয়ামতের দিবস একখণ্ড রটীর ন্যায় হইয়া যাইবে, মহা পরাক্রান্ত খোদা নিজের ক্ষমতায় উহা ঘুরাইবেন, যেরূপ তোমাদের একজন নিজের রুটীকে দস্তরখানে ঘুরাইয়া থাকে, উহা বেহেশতবাসিদিগের আথিত্য ভোজ হইবে।"

ছহিহ বোখারী,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهْرٍ حَافَّتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَاِذَا طِيْنُهٗ مِسْكٌ اَذْفَرُ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় আমি বেহেশতে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, একটী নদী পদর্শিন করিয়াছিলাম, উহার উভয় দিকে শূন্য-গর্ভ মুক্তা-নির্ম্মিত গুম্বজ সকল রহিয়াছে, আমি বলিলাম, হে জিবরাইল, ইহা কি ? তিনি বলিলেন, ইহা উক্ত কওছর—যাহা তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রদান করিয়াছেন। তখন আমি দেখিলাম যে, উহার মৃত্তিকা অতি সুগন্ধি মৃগনাভি হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَ زَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهٗ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهٗ اَطْيَبُ مِنَ الْمُسْكِ وَ كِيْزَانُهٗ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَّشْرِبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا - وَفِىْ رِوَايَةٍ وَ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার হাওজ এক মাসের পথ উহার সমস্ত পার্শ্ব সমান, উহার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সমধিক শ্বেতবর্ণ উহার সৌরভ মৃগনাভি অপেক্ষা সমধিক তীক্ষ্ণ এবং উহার দুগ্ধ-মিশ্রিত মধু অপেক্ষা সমধিক মিষ্ট, উহার কুজাগুলি আছমানের তারকারশির ন্যায় অগমন, যে ব্যক্তি উহার কিছু অংশ পান করে, সে কখন তৃষ্ণাযুক্ত হইবে না।"

ছহিহ মোছলেম,—

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سُئِلَ عَنْ شَرَابِهٖ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ اَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَ الْاٰخَرُ مِنْ وَرَقٍ ☆

"ছওবান (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) হাওজ কওছরের পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, উহা দুগ্ধ অপেক্ষা সমধিক শ্বেতবর্ণ এবং মধু অপেক্ষা সমধিক মিষ্ট, দুইটি পয়োনালা—একটি স্বর্ণের এবং দ্বিতীয়টী রৌপ্যের, বেহেশত হইতে উক্ত পানি আকর্ষণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত ভাবে উহাতে সবেগে নিক্ষেপ করিতেছে।"

ছহিহ মোছলেম,—

وَ اِنِّىْ لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি অন্যান্য উম্মতের লোকদিগকে উহা হইতে বিতাড়িত করিব, যেরূপ এক ব্যক্তি লোকদিগের উষ্ট্রগুলিকে নিজের হাওজ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাকে। তাঁহারা (ছাহাবাগণ) বলিলেন, ইয়া রাছুলে- খোদা, আপনি কি সেই দিবস আমাদিগকে চিনিতে পারিবেন? হজরত বলিলেন, হাঁ, তোমাদের জন্য এরূপ চিহ্ন হইবে—যাহা অন্যান্য উম্মতগণের মধ্যে কাহারও জন্য হইবে না। তোমরা আমার নিকট এই

অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, ওজুর চিহ্ন স্বরূপ তোমাদের মুখমণ্ডলে হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে জ্যোতিঃ হইবে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

وَ اِنِّى لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوَضُوْءِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্ব্বে হাওজের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিব, যে ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে, উহার পানি পান করিবে। আর যে কেহ উহা পান করিবে কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না। সত্যই আমার নিকট কয়েক দল লোক উপস্থিত হইবে— আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিব এবং তাহারা আমাদিগকেচিনিতে পারিবে। তৎপরে আমার ও তাহাদের মধ্যে অন্তরাল উপস্থিত করা হইবে, ইহাতে আমি বলিব, নিশ্চয় তাহারা আমার উম্মত, তদুত্তরে বলা হইবে, নিশ্চয় আপনি জানেন না যে, তাহারা আপনার পরে কি বেদয়াত কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন আমি বলিব, যে ব্যক্তি আমার পরে (আমার দ্বীনকে) পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, সে দূর হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হইক।"

অন্যান্য নবিগণের হাওজ হইবে, কিন্তু এক অধিক দীর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট হইবে না এবং কওছরের পানির ন্যায়, সুস্বাদু হইবে না।

সূর্য্যের তাপ ব্যতীত ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া ও ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়া সহস্র বৎসর লোকেরা অস্থির ও বিপন্ন অবস্থায় কালাতিপাত করিবে। তৎপরে তাহারা শাফায়াতের জন্য বিশিষ্ট নবিগণের নিকট উপস্থিত হইবে।

কোর-আন, ছুরা বণি ইসরাইল, ১৫ পারা—

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

"এবং তোমার প্রতিপালক অচিরে তোমাকে মাকামে-মাহমুদে (প্রশংশিত স্থানে) প্রেরণ করিবেন।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اِشْفَعْ اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَاِنَّه كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَاِنَّه رُوْحُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُه فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاْتُوْنِىْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذِنُ لِىْ وَ يُلْهِمُنِىْ مَحَامِدَ اَحْمَدُه بِهَا لَا تَحْضُرُنِى الْاٰنَ فَاَحْمَدُه بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَ اَخِرُّ لَه سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَ قُلْ تُسْمَعْ وَ سَلْ تُعْطَه وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় কেয়ামতের দিবস একদল লোক অন্য দলের সহিত মিলিত হইয়া চাঞ্চল্য ভাব প্রকাশ

করিতে থাকিবেন, তখন তাহারা আদম (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, আপনি নিজের প্রতিপালকের নিকট (আমাদের) জন্য) সুপারিশ করুন। তৎশ্রবণে তিনি বলিবেন, আমি উহার উপযুক্ত নহি, কিন্তু তোমরা এবরাহিম (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেই ধর, কেননা তিনি আল্লাহ রহমানের বন্ধু। তৎপরে তাহারা এবরাহিম (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইবেন, ইহাতে তিনি বলিবেন, আমি উহার উপযুক্ত নহি, কিন্তু তোমরা মুছা (আঃ) কে ধর, কেননা তিনি আল্লাহতায়ালার কলিম। তখন তাহারা মুছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইবেন, ইহাতে তিনি বলিবেন, আমি উহার উপযুক্ত নহি, কিন্তু তোমরা ইছা (আঃ) কে ধর, কেননা তিনি আল্লাহতায়ালার রুহ ও কলেমা। তৎপরে তাহারা ইছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইবে, ইহাতে তিনি বলিবেন, আমি উহার উপযুক্ত নহি, কিন্তু তোমরা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধর। তখন তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। ইহাতে আমি বলিব, আমি উহার উপযুক্ত। তখন আমি (আরশস্থিত মাকামে-মহমুদে আরোহণ করিতে) নিজের প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চাহিব, ইহাতে তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং তিনি আমাকে এরূপ প্রশংসাবলী এলহাম করিবেন—যদ্দ্বারা আমি তাঁহার প্রশংসা করিব। এক্ষণে আমার উক্ত প্রশংবলী স্মরণে নাই। তৎপরে আমি উক্ত প্রশংসাবলী দ্বারা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিব এবং তাঁহার জন্য ছেজদায় পতিত হইব। তখন বলা হইবে, হে মোহাম্মদ, তুমি নিজের মস্তক উত্তোলন কর, তুমি বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হইবে; তুমি যাচ্ঞা কর, তোমাকে উহা প্রদান করা হইবে এবং তুমি শাফায়াত কর, তোমার শাফায়াত কবুল করা হইবে।'

দারমি,—

قَالَ قِيْلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ قَالَ يُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَيَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُكْسُوْا خَلِيْلِىْ فَيُؤْتٰى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اُكْسٰى عَلٰى اَثَرِهٖ ثُمَّ اَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللّٰهِ مَقَامًا يَغْبِطُنِى الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ ☆

"(হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহাকে (নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্থান) কি ? হজরত বলিয়াছেন, তোমাদিগকে উলঙ্গ, নগ্নপদ ও অছিন্ন ত্বক অবস্থায় আনয়ন করান হইবে, তৎপরে প্রথমেই ইবরাহিম (আঃ) কে পোষাক পরিধান করান হইব। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তোমরা আমার "খলিল' কে বস্ত্র পরিধান করাও। তৎপরে বেহেশতের পাৎলা নরম বস্ত্রগুলি হইতে দুইখানা সাদা বস্ত্র আনা হইবে। তাঁহার পরে আমাকে পোষাক পরিধান করান হইবে, তৎপরে আমি খোদার আরশের ডাহিনে এরূপ স্থানে দণ্ডায়মান হইব যে, প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সমস্ত লোকেরা আমার পদমর্য্যাদা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইবেন। (ইহাকেই মাকামে-মাহমুদ বলা হয়)।"

কোর-আন, ছুরা দ্বোহা—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝

"এবং অবশ্য তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রদান করিবেন, ইহাতে তুমি রাজি হইয়া যাইবে।"

ছহিহ মোছলেম,—

اَنَّ النَّبِىَّ صلعم تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ج فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ج وَ قَالَ عِيْسٰى اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَ بَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَسَاَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللّٰهُ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ ☆

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) এবরাহিম (আঃ) এই আয়ত পাঠ করিলেন— "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহারা (প্রতিমা সকল) বহু লোককে ভ্রান্ত করিয়াছে, যে ব্যক্তি আমার অনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত হইবে।"

হজরত ইছা (আঃ) সম্বন্ধে এই আয়ত পাঠ করিলেন—"যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর, তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার বান্দা।" তৎপরে হজরত নিজের হস্তদ্বয় উঠাইয়া বলিলেন, "হে খোদা, আমার উম্মত, আমার উম্মত।" এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ বলিলেন, হে জিবরাইল, মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকট গমন কর এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি জন্য তিনি ক্রন্দন করিতেছেন ? তোমার

প্রতিপালক সমধিক অভিজ্ঞ। তৎপরে জিবরাইল তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁহাকে নিজের কথা সংবাদ দিলেন। তখন আল্লাহ জিবরাইলকে বলিলেন, তুমি মোহম্মদ (ছাঃ) এর নিকট গমন পূর্ব্বক বল, নিশ্চয় অচিরে আমি তোমার উম্মত সম্বন্ধে তোমাকে সন্তুষ্ট করিব এবং তোমাকে দুঃখিত করিব না।"

হজরত (ছাঃ) মাকামে-মাহমুদে মস্তক উত্তোলন করিয়া খোদার অপূর্ব্ব প্রশংসা করিয়া বলিবেন, হে খোদা, দুনইয়াতে তোমার ফেরেশতা জিবরাইল আমার নিকট তোমার এই সংবাদ পৌছাইয়া দিয়াছিলেন যে, কেয়ামতে তুমি আমাকে রাজি করিবে। অদ্য সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার আশা করি। আল্লাহ বলিবেন, হজরত জিবরাইল সত্য বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি তোমাকে রাজি করিব, তোমার সুপারিশ কবুল করিব। তুমি জমিতে যাও, আমার তাজাল্লি দুনইয়াতে হইবে, আমি বান্দাদিগের হিসাব নিকাশ লইয়া তাহাদের নেকী- বদীর বিনিময় প্রদান করিব।

হজরত (ছাঃ) জমিনে আগমন করিবেন এবং তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, খোদা আমাদের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

তিনি বলিবেন, এক্ষণেই দুনইয়াতে খোদার তাজাল্লি হইবে এবং তিনি প্রত্যেকের হিসাব লইয়া তাহার নেকী বদীর বিনিময় প্রদান করিবেন।

এমতাবস্থায় আছমানের দিক হইতে মহা জ্যোতিঃ ও ভয়ঙ্কর শব্দ সকল জমিতে আসিতে দেখা ও শুনা যাইবে। যখন উক্ত জ্যোতিঃ নিকটে পৌছিবে, ফেরেশতাগণের তছবিহর শব্দ কর্ণগোচর হইতে থাকিবে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের খোদা কি এই জ্যোতির মধ্যে আছেন? তাঁহারা উত্তর দিবেন যে, আল্লাহ এইরূপ অবস্থা হইতে পবিত্র, আমরা প্রথম আসমানের ফেরেশতা সকল। তাঁহারা নীচে অবতরণ করিয়া জমির সমস্ত লোক হইতে দূরে গিয়া সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়ান হইবেন। তৎপরে প্রথম জ্যোতিঃ অপেক্ষা সমধিক তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে ও ভীষণ শব্দ সকল আসমান হইতে কর্ণগোচর হইতে থাকিবে। যখন ফেরেশতাগণ

নিকটে আসিবেন, লোকেরা তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের খোদা এই জ্যোতির মধ্যে আছেন কি? তাঁহারা বলিবেন, আল্লাহতায়ালা এইরূপ বিষয় হইতে পবিত্র, আমরা দ্বিতীয় আছমানের ফেরেশতা, তখন তাঁহারা প্রথম দল অপেক্ষা সমধিক নিকটে উপস্থিত হইয়া লোকদিগ পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক আছমানের ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হইয়া সমধিক নিকট নিকট স্থানে দণ্ডায়মান হইবেন, ইহারা প্রথম ফেরেশতাগণ অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতর হইবেন। তৎপরে আরশের নিকটস্থ ফেরেশতাগণ নাজেল হইয়া সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষা নিকটে দণ্ডায়মান হইবেন। তৎপরে হজরত এছরাফিলের প্রতি সিঙ্গাতে ফুৎকার করিতে আদেশ করা হইবে। উহার শব্দে সমস্ত লোক অচৈতন্য হইয়া যাইবে, কেবল হজরত মুছা (আঃ) অচৈতন্য হইবেন না, কেননা তিনি তুর পর্ব্বতে খোদার তাজাল্লিতে অচৈতন্য হইয়া গিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি এইবারে তাজাল্লি দর্শনের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন আরশের উপর খোদার তাজাল্লি হইবে। অষ্টজন ফেরেশতা আরশের চারি পার্শ্ব ধরিয়া জমির উপর আনয়ন করিবেন এবং উহা সম্মুখের পায়া বয়তোল-মোকাদ্দছের শূন্যমার্গে অবস্থিত প্রস্তরের বরাবর রাখিবেন। দুই দুইজন ফেরেশতা এক এক পায়া স্কন্ধে উঠাইয়া ধরিয়া থাকিবেন, কিরূপ ভাবে আরশকে আনয়ন করিবেন, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। যখন খোদার রাজ্যের সমস্ত উপকরণ নিয়মিতরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, তখন উহার চারি পার্শ্বে গৌরবের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। সেই সময় লোকদিগকে চৈতন্য করার উদ্দেশ্যে এছরাফিল (আঃ) এর উপর সিঙ্গা ফুৎকার করার আদেশ করা হইবে। উক্ত শব্দে বাহ্য ও আত্মিক জগতদ্বয়ের মধস্থিত পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ফেরেশতা, জ্বেন, হুর, নেকি,বদী, সত্য, মিথ্যা, বেহেশত, দোজখ, আরশ ও তাজাল্লি দৃষ্টিগাচর হইয়া পড়িবে। প্রথমেই হজরত নবি (ছাঃ) চৈতন্য প্রাপ্ত হইবেন, ইহার পরে খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী লোকেরা পরে পরে জীবিত হইবেন। সেই সময় চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, জমি ও আছমান খোদার নুরে জ্যোতিস্মান হইয়া যাইবে।"

কোর-আন শরিফের ছুরা জোমার, ৭ রুকুতে আছে,—

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا

"এবং জমি উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে আলোকিত হইবে।"

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৭/৪২৪/৪২৫ পৃষ্ঠা—

"হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা চন্দ্র; সূর্য্য ব্যতীত অন্য একটী জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিবেন। হাছান ও ছোদী বলিয়াছেন, যে, তিনি সুবিচার করিবেন। যদি কেহ ধারণা করে যে যেরূপ সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ জমিতে পতিত হয়, সেইরূপ খোদা হইতে একটী জ্যোতি জমিতে প্রকাশিত হইবে, তবে ইহা বাতীল ধারণা, বরং অসম্ভব, খোদা এইরূপ ভাব হইতে পবিত্র।" তফছির কবির, ৭/২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথমে খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিবস ফেরেশতাগণকে হুকুম দিবেন যে, লোকদিগকে নীরব হইতে বল, যখন সকলেই নীরব হইয়া যাইবে, খোদা বলিবেন হে বান্দাগণ, তোমরা আদমের জামানা হইতে শেষ জামানা পর্য্যন্ত সত্য, মিথ্যা, ভাল মন্দ যে সমস্ত কথা বলিয়াছ আমি শ্রবণ করিতাম এবং আমার ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করিতেন, এক্ষণে তোমরাও আমার একটী কথা শ্রবণ কর, অদ্য তোমাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করা হইবে না, তোমাদের কার্য্যকলাপ তোমাদিগকে দেখান হইবে এবং তোমাদিগকে তৎসমুদয়ের বিনিময় প্রদান করা হইবে। যে ব্যক্তি নিজের সৎকার্য্য প্রাপ্ত হয়, সে যেন খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত প্রাপ্ত হয়, সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।

তৎপরে হাশর-প্রান্তরে বেহেশ্‌ত ও দোজখকে উপস্থিত করিতে আদেশ করা হইবে। বেহেশতকে বিবিধ প্রকার শান্তিদায়ক বস্তু দ্বারা সজ্জিত করিয়া আরশের নিকট উপস্থিত করা হইবে এবং দোজখকে বিবিধ প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বস্তু দ্বারা সজ্জিত করিয়া আনায়ন করা হইবে। দোজখ

হইতে ভীষণ শব্দ কর্ণগোচর হইতে থাকিবে, উহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও উষ্ট্রের সারির ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার দুর্গন্ধ ও উত্তাপ ৭০ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে।

ছহিহ মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সেই দিবস দোজখকে আনয়ন করা হইবে, উহার ৭০ সহস্র রজ্জু (শৃঙ্খল) থাকিবে, প্রত্যেক শৃঙ্খলের সহিত ৭০ সহস্র ফেরেশতা থাকিবেন, তাঁহারা তৎসমস্ত ধরিয়া টানিবেন।"

ছুরা মোরছালাত,২৯ পারা—

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۗ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۗ

"তোমরা তিন শাখাধারী ছায়ার দিকে গমন কর—যাহা গাঢ় ছায়া প্রদাতা নহে এবং উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবে না, নিশ্চয় উহা অট্টালিকার ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে, যেন উহা জরদ রঙ বিশিষ্ট উষ্ট্র সকল।"

তফছির-মায়ালেম, ৭/১৬৪ পৃষ্ঠা,—

"দোজখ হইতে একটী গলদেশ বাহির হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—একটী অংশ জ্যোতিঃ হইয়া ইমানদারদিগের মস্তকের উপর দ্বিতীয় অংশ ধূম হইয়া মোনাফেকদিগের মস্তকের এবং তৃতীয় অংশ অগ্নিশিখা হইয়া কাফেরদের মস্তকের উপর অবস্থিতি করিবে।"

ছুরা জাছিয়া, ২৫ পারা—

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"এবং তুমি প্রত্যেক দলকে জানুর উপর উপবেশন করিতে দেখিবে, প্রত্যেক দল নিজের নামায়-আ'মালের দিকে আহুত হইবে, তোমরা যাহা করিতে অদ্য তাহার বিনিময় প্রদত্ত হইবে।"

তফছির এবনো-কছির, ৯/১৭৭ পৃষ্ঠা,—

"এবনো-আবি হাতেম উক্ত আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন,— যে সময় দোজখ আনয়ন করা হইবে, নিশ্চয় উক্ত দোজখ এইরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিবে যে, সমস্ত লোকই জানুর উপর বসিয়া পড়িবে, এমন কি (হজরত) এবরাহিম খলিল (আঃ) উক্ত অবস্থায় বলিবেন, নাফ্ছি (আমার আত্মা) নাফ্ছি, অদ্য আমি নিজের আত্মা ব্যতীত কাহারও উদ্ধার প্রার্থনা করি না। এমন কি (হজরত) ইছা (আঃ) বলিবেন, অদ্য আমি নিজের আত্মা ব্যতীত কিছুই চাহি না, আমি আমার গর্ভধারিণী মাতা মরয়েমকে চাহি না।"

এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত দুই ব্যক্তির হাশর-প্রান্তরে আনয়ন করা হইবে,—

ছহিহ মোছলেম,—

يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَ اللّٰهِ يَا رَبِّ وَ يُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِىْ

الدُّنيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَه' يَا اِبْنَ اٰدَمَ

هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَ اللّٰهِ يَا

رَبِّ مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَ لَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ☆

"কেয়ামতের দিবস একজন দোজখীকে আনয়ন করা হইবে, যে দুনইয়া বাসিদিগের মধ্যে সমধিক সুখ শান্তি উপভোগী ছিল, তৎপরে তাহাকে দোজখের অগ্নিতে নিমজ্জিত করা হইবে, শেষে বলা হইবে, হে আদম সন্তান, তুমি কি কোন কল্যাণ দর্শণ করিয়াছিলে ? তোমার নিকট কি কোন সম্পদ উপস্থিত হইয়াছিল ? তদুত্তরে সে বলিবে, খোদার শপথ, না হে আমার প্রতিপালক। আর একজন বেহেশতী লোককে আনয়ন করা হইবে—যে দুনিয়াতে লোকদিগের মধ্যে সমধিক বিপন্ন ছিল, তৎপরে তাহাকে বেহেশতে নিমজ্জিত করা হইবে, শেষে তাহাকে বলা হইবে, হে আদম সন্তান, তুমি কি কখন কোন দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিয়া ছিলে ? তোমার নিকট কি কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল ? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, না খোদার শপথ, হে আমার প্রতিপালক, আমার নিকট কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই এবং কখন কোনো দুঃখ যন্ত্রণা দেখি নাই।"

তৎপরে প্রত্যেক প্রকার নেকী খোদার নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে থাকিবে।

আহমদ,—

تَجِىْءُ الْاَعْمَالُ فَتَجِىْءُ الصَّلٰوةُ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنَا الصَّلٰوةُ

فَيَقُوْلُ اِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ فَتَجِىْءُ الصَّدَقَةُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنَا الصَّدَقَةُ

فَيَقُوْلُ اِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِىْءُ الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنَا الصِّيَامُ

وَ يَقُوْلُ اِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيْءُ الْاَعْمَالُ عَلٰى ذٰلِكَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ ثم يجئ الاسلام فيقول يا رب انت السلام وانا الاسلام فيقول الله تعلى انك على خير وَ بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَ بِكَ اُعْطِيْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهٖ وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ☆

"সৎকার্য্যগুলি (আল্লাহতায়ালার) দরবারে উপস্থিত হইবে, নামাজ উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি নামাজ। আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের উপর আছ। তৎপরে ছদগা উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি ছদকা আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের উপর আছ। তৎপরে রোজা উপস্থিত হইয়া বলিবে, আমি রোজা, হে আমার প্রতিপালক, আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের উপর আছ। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যগুলি উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিবে, আল্লাহতায়ালা, বলিবেন, নিশ্চয় তোমরা কল্যাণের উপর আছ। তৎপরে ইছলাম উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি ছালাম এবং আমি ইছলাম, তখন খোদাতায়ালা বলিবেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের উপর আছ, অদ্য আমি তোমার জন্য শাস্তি গ্রস্ত করিব এবং তোমার জন্য বেহেশত প্রদান করিব। আল্লাহতায়ালা কোর-আনে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইছলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন চেষ্টা করে, তাহা হইতে উহা গৃহীত হইবে না এবং সে ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত দিগের অন্তর্গত হইবে।"

ইহার পরে ফেরেশতাগণের উপর আদেশ করা হইবে, তাঁহারা সমস্ত লোকের নামায় আ'মাল উড়াইয়া দিবেন।

সমাপ্ত